শ্রীশ্রীতারা
মায়ের
পূজা পদ্ধতি

# ॥ শ্রী শ্রী তারাপূজা পদ্ধতি ॥

পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত

# সূচীপত্র

—সূচীপত্র সমাপ্ত—

# শ্রীশ্রীতারাপূজা পদ্ধতি

**প্রয়োগ**—পূজক হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্বক রক্তবর্ণ বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষমাল্যাদি ধারণপূর্বক পূজাস্থানে আগমন করিবেন। প্রথমে সাধক সংযতমনা হইয়া আপন ইষ্টদেবতার ধ্যান, ইষ্টমন্ত্র যথাশক্তি জপ এবং স্তোত্রাদি পাঠপূর্বক দেবীর গৃহদ্বারে অর্থাৎ পূজামণ্ডপে আগমন করিয়া—"ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে আসনে কুশোদক দিয়া উত্তরাস্যে আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর হস্তপদ প্রক্ষালন মন্ত্রে হস্তপদ প্রক্ষালন করিবেন। যথা—"ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিসারয় চিত্তাম্মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। এতে শুভাশুভস্যেহং কর্মণো নবসাক্ষিণঃ॥"*

**আচমন**—গোকর্ণাকৃতি হস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জলগ্রহণ করিয়া—"ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং শিবতত্ত্বায় স্বাহা॥"

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিবেন।

**স্বস্তিবাচন**—বামহস্তে তাম্রাদি পাত্রে আতপ তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক

---

* পুনরা পূর্বমুদ্ধৃতা লজ্জাবীজং ততঃপর চ। ততো বিত্তান্তে সর্বপাপানি শময়েত্তম্॥ অশেষান্তে বিকারং স্যাৎ অপরোক্তি ততঃ পরম্। কূর্চবীজং ততো মন্ত্রং পাদ প্রক্ষালনে প্রিয়ে।—ইতি শ্যামারহস্যধৃত কুমারীকল্পবচনম্।

মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ সপরিবারান্ আবাহনপূর্বক পূজাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ সপরিবারন্ আবাহনপূর্বক পূজাকর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ সপরিবারন্ আবাহনপূর্বক পূজাকর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥ ওঁ হ্রীঁ হং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণাশ্রবা স্বস্তি নঃ কালী মেধামৃতময়ী হুং স্বস্তি ন প্রত্যঙ্গিরাদেবতা দধাতু। হ্রীঁ হ্রীঁ স্বস্তি।"*

**স্বস্তিসূক্ত**—"ওঁ সর্বাশ্চ দেবাশ্চ বিভীতকঞ্চ প্রজ্ঞাতাং মেরু সুবর্ণদাত্রী। কালোদ্ধ মা মা সকেন্দ্রিয়াং শ্রিয়ো বিভিক্তরাগায় পুনর্ভবায় বৈ॥" অতঃপর করযোড়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

**সাক্ষ্যমন্ত্র**—"ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপাঃ। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥"

**সঙ্কল্প**—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, ফল (হরীতকী), ত্রিপত্র, রক্তবর্ণ পুষ্প, আতপ তণ্ডুল লইয়া

---

* তান্ত্রিক স্বস্তিবাচনম্, যথা—"হ্রীঁ হং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণাশ্রবা স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌঁ মেধা অমৃতময়ী হং স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু হ্রীঁ হ্রীঁ হং ফট্ স্বাহা।"

বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদনপূর্বক পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া উত্তরাস্যে সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ) অমুক কামনাসিদ্ধয়ে, গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ সপরিবারান্ আবাহনপূর্বক সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ পূজা-জপ-বলিদান হোমমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" সঙ্কল্পান্তে কুশিটির জল ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া কুশিটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিয়া করযোড়ে সূক্তমন্ত্র পাঠ করিবেন।

**সূক্তমন্ত্র**—"ওঁ ইন্দ্রাদ্যানো বিবেশী পুষ্টাং মা কৃণোতি সতাং সিদ্ধধ্বং প্রহিতা মমরোভিঃ স্বর্গ মাদধৎ কৃষ্ণায়ুর্দেব ওহতে॥"

**বরণ**—কর্তা স্বয়ং পূজা করিতে অসমর্থ হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক নিয়োগ করিবেন। নিয়োগের পূর্বে ইহাদের বরণ করিতে হয়। এই বরণকার্যটি পূজক পূজার আসনে বসিবার পূর্বেই সমাধা করিবেন। পূর্বে আচমন হইতে সঙ্কল্প পর্যন্ত কার্য পূজকের, ইহা বরণকর্তার নহে।

**বিধি**—যজমান পূর্বাস্যে এবং পূজক উত্তরাস্যে বসিবেন। অতঃপর পূজক যজমানকে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি ইত্যাদি করাইয়া (ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী প্রভৃতি অধিকারী অনধিকারী বিচারপূর্বক গায়ত্রী, ইষ্টমন্ত্র প্রভৃতি দশবার জপ করাইয়া তাম্রটাটে (ব্রাহ্মণ পক্ষে—শালগ্রাম শিলায়) গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করাইবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।

ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। ওঁ ইষ্টদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ বাস্তুদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ গ্রাম্য দেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ।" (ব্রাহ্মণ না হইলে "ওঁ" শব্দের পরিবর্তে "নমঃ" বলিবেন।)

অতঃপর কর্তা করযোড়ে ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিবেন—"ওঁ সাধুভবানাস্তাম্।" ব্রাহ্মণ বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" কর্তা—"ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ অর্চয়।" অতঃপর কর্তা গন্ধপুষ্প, বস্ত্রাঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীতাদি লইয়া—"এতানি গন্ধপুষ্প-বস্ত্রাঙ্গুরীয়-যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক ব্রাহ্মণায় (তন্ত্রধারক হইলে—তন্ত্রধারক ব্রাহ্মণায়) নমঃ।" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দিলে ব্রাহ্মণ বা তন্ত্রধারক—"ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যজমান দক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল লইয়া বামহস্ত দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করাইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু ধারণপূর্বক বরণবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (শূদ্রপক্ষে—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুক দাসঃ) মৎসংকল্পিত শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ পূজক অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং গন্ধাদি-কর্মকরণায় (তন্ত্রধারক পক্ষে—তন্ত্রধারক কর্মকরণায়) অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং গন্ধাদি-ভিরভ্যর্চ ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" অতঃপর যজমান করযোড়ে বলিবেন—"ওঁ যথাবিহিত পূজককর্ম (তন্ত্রধারক পক্ষে—তন্ত্রধারককর্ম কুরু।" ব্রাহ্মণ—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।" এইরূপে বরণকার্য সমাধা করিয়া পূজক ও তন্ত্রধারক স্ব স্ব আসনে বসিয়া আচমনাদি কর্মগুলি (পৃঃ ৭, ২য় পং হইতে পৃঃ ৯ পর্যন্ত ক্রমানুসারে পূর্বোল্লিখিত অনুযায়ী কার্য্য সমাধা করিয়া পঞ্চগব্য

শোধন করিবেন।

**পঞ্চগব্য শোধন**—দেবীর মূলমন্ত্র ও দেবীর গায়ত্রী পাঠপূর্বক শোধন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"হ্রীং হ্রীং হুং ফট্।" গায়ত্রী—"ভগবতোকজাটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ।" অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য সমস্ত পূজাদ্রব্যাদিতে প্রক্ষেপপূর্বক সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

**সামান্যার্ঘ্য স্থাপন**—সম্মুখের ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল, তদুপরি বৃত্ত, তন্মধ্যে চতুরস্রমণ্ডল এবং ত্রিকোণ মধ্যে "হুং" বীজ জলদ্বারা লিখিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ॥" মন্ত্রে পূজা করিয়া—"ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালনপূর্বক আধারে

অঙ্কুশমুদ্রা

ধেনুমুদ্রা

যোনিমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

স্থাপনপূর্বক—"নমঃ" মন্ত্রে কোশা জলপূর্ণ করিয়া—"ওঁ" মন্ত্রে বিল্বপত্র, দূর্বা, রক্তচন্দন ও পুষ্পাদি দ্বারা কোশাতে অর্ঘ্য সাজাইয়া—"ওঁ হুং ফট্" মন্ত্রে কোশায় সচন্দন পুষ্প দিয়া কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন।

মন্ত্র, যথা—"ওঁ হ্রীং ফট্ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু॥" অতঃপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ।" মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, যোনিমুদ্রা জলে প্রদর্শনপূর্বক মৎস্য-মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ তদুপরি "ওঁ হ্রীং ফট্।" মূলমন্ত্র জপ করিয়া "ফট্" মন্ত্রে ঐ জলদ্বারা পূজোপকরণ অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারপূজা করিবেন।

**দ্বারপূজা**—"ফট্" মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করিয়া আবাহন করিবেন—"ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত॥" মন্ত্রে আবাহনপূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং গাং গণেশায় নমঃ। (স্ববামে)—ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। (পশ্চিমে)—ওঁ হ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। (উত্তরে)—ওঁ হ্রীং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। (অধঃ)—ওঁ হ্রীং যোগিনীভ্যো নমঃ। (ঈশানে)—ওঁ হ্রীং গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। (অগ্নিকোণে)—ওঁ হ্রীং যাং যমুনায়ৈ নমঃ। (নৈর্ঋতে)—ওঁ হ্রীং শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। (বায়ুকোণে)—ওঁ হ্রীং ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। (মধ্যে)—ওঁ শ্মশানায় নমঃ। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

**বিঘ্নাপসারণ**—"ওঁ হ্রীং স্ত্রী ফট্" বা "হুং ফট্" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন। "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিবেন। অতঃপর মাষভক্তবলি দিবেন।

**মাষভক্তবলি**—স্ববামে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তদুপরি নতুন মাটির খুরিতে,

বিল্বপত্রে অথবা কদলীপত্রে আতপতণ্ডুল, মাষকলাই ও দধিমিশ্রিত করিয়া রাখিয়া ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া বামহস্তে বলিদ্রব্য স্পর্শ করিয়া—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদক অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণোদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা ও উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্ত বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলি-ভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" অতঃপর দক্ষিণহস্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া—"ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে ভূমিতে দিয়া কিঞ্চিৎ শ্বেতসরিষা বা আতপ তণ্ডুল লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠান্তে চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥ ওঁ ফট্, ওঁ ফট্, ওঁ ফট্॥" মন্ত্রে দশদিকে বিকিরণ করিবেন। অতঃপর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—প্রথমে—"ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহা।" মন্ত্রে আসনে গন্ধপুষ্প দিয়া আসন স্থাপনপূর্বক আসনের নিম্নে বামভাগে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল ও তদুপরি চতুষ্কোণ

মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ।" এইরূপে
পূজান্তে উভয়হস্তে আসন স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষি
সুতলং ছন্দঃ কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবি ত্বং
বিষ্ণুনাধৃতা। ত্বঞ্চধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥" অতঃপর গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।

**গুরুপংক্তি প্রণাম**—(বাম কর্ণোর্দ্ধে) "ওঁ ঐং গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐং পরমগুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐং পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐং পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণ কর্ণোর্দ্ধে)—ওঁ গণেশায় নমঃ। (ঊর্দ্ধদেশে)—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (অধঃ)—ওঁ অনন্তদেবায় নমঃ। ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ।
(সম্মুখে)—শ্রীমদেকজটা তারা দেবতায়ৈ নমঃ।"

অতঃপর বস্ত্রাঞ্চলে মন্ত্রপাঠপূর্বক গ্রন্থিবন্ধন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা॥"

নারাচ মুদ্রা

**কায়বাক্ চিত্তশোধন**—আপন হৃদয়ে হস্ত দিয়া—"ওঁ আঃ হূং ফট্ স্বাহা।"

অতঃপর পুষ্পশোধন করিবেন।

**পুষ্পশোধন**—ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল এবং তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া পুষ্পদ্বারা মণ্ডল মধ্যে পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ আধারশক্তিভ্যো নমঃ।" এই মন্ত্রে মণ্ডলে পূজা করিয়া তদুপরি পুষ্পপাত্র স্থাপন করিয়া পুষ্পে পূজনীয় দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া, নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্প চয়াবকীর্ণে চ হূং ফট্ স্বাহা॥" অতঃপর পুষ্পে "ফট্" মন্ত্রে "যং" এবং "রং"

মন্ত্রে কুশোদক দিয়া অতঃপর "হূং" মন্ত্রে চক্রাকারে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া মূলমন্ত্রে যোনিমুদ্রা দেখাইয়া পুষ্পে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। অতঃপর করশোধন করিবেন।

**করশোধন**—একটি সচন্দন পুষ্প (রক্তবর্ণ) "হ্‌সৌঃ" মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে লইয়া—"আং হূং ফট্ স্বাহা।" মন্ত্রে দুইহস্তে পেষণ করিয়া বামহস্তে লইয়া মূলমন্ত্রে এবং "ঐং" মন্ত্রে আঘ্রাণপূর্বক ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে কায়াদি শোধন করিবেন।

**কায়াদি শোধন**—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জলগণ্ডূষ লইয়া—"ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা।" মন্ত্রে উহা পান করিয়া স্বহৃদয়ে হস্ত দিয়া আত্মরক্ষা মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা॥" অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

**ভূতশুদ্ধি**—'র' মিতি জলধারয়া আত্মানং বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য ভূতশুদ্ধিং কুর্যাৎ। তদযথা—স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহং ইতি হৃদয়স্থ জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং মূলাধারাবস্থিত কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্না বর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য ষটচক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোঽবস্থিতাধোমুখ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যাপ্তেজো-বায়্বাকাশ গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-ত্বক-শ্রোত্র-বাক-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থ প্রকৃতি মনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপ চতুর্বিংশতি তত্ত্বানি লীনানি বিচার্য দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা "যং" ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য বামনাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্ঠিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণং পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, ত্যক্ত্বা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে "রং" ইতি বহ্নিবীজং

রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা, তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য মূলাধারোত্থিত বহ্নিনা দগ্ধা, তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ "ঠং" ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং ধ্যাত্বা বামনাসাং ধৃত্বা, তস্য ষোড়শবার জপেন ললাটস্থ চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা "বং" ইতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন তাস্মাল্ললাটস্থ চন্দ্রাদ্‌গলিত সুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্ত দেহং বিরচয্য "লং" ইতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ "আং সোঽহং" ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং স্বহৃদয়মানীয় কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদিনি তত্ত্বানি যথাস্থানে স্থাপয়েৎ। ততঃ হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবাদিকং স্ব স্বস্থানে সংস্থাপ্য দেবরূপমাত্মানং বিচিন্তয়েৎ। ইত্যনেন প্রাণায়াম প্রকারেণ ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ—ইতি বৃহৎ ভূতশুদ্ধি।

**ভূতশুদ্ধির ব্যাখ্যা**—"রং" মন্ত্রে জলধারা দ্বারা স্বীয় চতুর্দিকে বেষ্টনপূর্বক নিজেকে বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করিয়া, উভয়হস্ত চিৎভাবে নিজের ক্রোড়ে রাখিয়া "সোঽহং" মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে দীপশিখার ন্যায় চিন্তাপূর্বক কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্না পথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক চক্র। এই ষট্‌চক্র, যেমন—(চতুর্দল, ষড়দল, দশদল, দ্বাদশদল ষোড়শদল এবং দ্বিদল পদ্ম) ভেদপূর্বক শিরোপরি অবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকামধ্যস্থ পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিয়া, তথায় দেহস্থিত পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে বিলীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া,

"যং" এই বায়ুবীজ ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া প্রাণায়ামানুসারে ষোড়শবার জপপূর্বক বামনাসাপুট দ্বারা সমস্ত দেহ বায়ুদ্বারা পূরণ করিবেন। তারপর উক্ত "যং" বীজ চতুঃষষ্টি (৬৪) বার জপ করিতে করিতে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত নিজদেহ শোষণ চিন্তা করিবেন। অতঃপর উক্ত "যং" বীজ দ্বাত্রিংশৎ (৩২) বার জপ করিতে করিতে বামনাসায় দগ্ধীভূত পাপপুরুষের ভস্ম সহ বায়ু ত্যাগ করিবেন। পরে "ঠং" এই চন্দ্রবীজ শুক্লবর্ণ চিন্তা করিয়া ষোড়শবার (১৬) বার জপ করিয়া পূর্ববৎ প্রাণায়ামক্রমে দেহে বায়ু পূরণ করিবেন। পরে "বং" এই বরুণবীজ চতুঃষষ্টি (৬৪) বার জপে কুম্ভক করিয়া ললাটে চন্দ্র আনিয়া চন্দ্রবিগলিত মাতৃকাবর্ণাত্মিকা সুধাদ্বারা সমস্ত দেহ পুনরায় রচনা করিবেন। অতঃপর "লং" এই পৃথ্বীবীজটিকে চিন্তাপূর্বক দ্বাত্রিংশৎ (৩২) বার জপান্তে দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করতঃ দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ুত্যাগ করিবেন। অতঃপর "হংসঃ" এই মন্ত্রে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন চিন্তা করতঃ কুলকুণ্ডলিনীসহ চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়া নিজ দেহকে দেবীরূপ চিন্তা করিবেন। এইরূপে প্রাণায়াম ক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধি করিবেন। বৃহৎ ভূতশুদ্ধির পরিবর্তে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধিও করিতে পারেন।

**সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি**—"রং" মন্ত্রে নিজের চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহ্নিপ্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত চিন্তাপূর্বক উভয় নাসারুদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবতাকে ভাবনা করিলেই সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি হইবে। মন্ত্র চতুষ্টয়, যথা—"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥১॥"

"ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২॥"

"ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা ॥৩॥"

"ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাট মুহ্লাসোল্লাস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা ॥৪॥"

অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

**প্রাণায়াম**—প্রথমে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া বামনাসায় "হ্রীং" বা মূলমন্ত্র ষোড়শবার (১৬) বার জপ করিতে করিতে শ্বাসগ্রহণ বা পূরক করিবেন। তৎপরে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসাও রুদ্ধ করিয়া শ্বাসরুদ্ধ করতঃ "হ্রীং" বা মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টি বার (৬৪) বার জপ করিবেন, অর্থাৎ কুম্ভক করিবেন। তৎপরে দক্ষিণনাসা হইতে অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া "হ্রীং" বা মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার (৩২) বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসায় শ্বাস ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। তৎপরে দক্ষিণনাসায় "হ্রীং" বা মূলমন্ত্র ষোড়শবার (১৬) বার জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ, উভয়নাসা রুদ্ধ করিয়া চতুঃষষ্টি বার জপ করিতে করিতে বায়ু রোধ, অতঃপর দ্বাত্রিংশদ্বার (৩২) বার জপ করিতে করিতে বামনাসায় বায়ু ত্যাগ, পুনরায় বামনাসায় ষোড়শবার (১৬) বার জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ, উভয় নাসারুদ্ধ করিয়া চতুঃষষ্টিবার জপ (৬৪) বার জপ করিতে করিতে শ্বাসরোধ এবং দ্বাত্রিংশদ্বার (৩২) বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণনাসায় বায়ুত্যাগ করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলেই প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম পূরকে (১৬) বার, কুম্ভকে ৬৪ বার এবং রেচকে ৩২ বার করিতে হয়। অসামর্থ পক্ষে ১৬ বার স্থলে ৪ বার, ৬৪ বার স্থলে ১৬ বার, এবং ৩২ বার স্থলে ৮ বার করিলেও সিদ্ধ হয়। অতঃপর আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন।

**আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা**—স্বহৃদয়ে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার অগ্রভাগ স্থাপনপূর্বক নিজেকে

দেবতারূপে চিন্তাপূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং
হংসঃ মম শ্রীমদেকজটা তারা (নীলসরস্বতী তারা, উগ্রতারা বা) দেবতাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং
হ্রীং ক্রোং - - ইত্যাদি মম - - - দেবতাঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং - - ইত্যাদি মম - - -
দেবতাঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং - - - ইত্যাদি মম - - - দেবতাঃ বাঙ্মনস্ত্বক্-চক্ষুঃ-শোত্র- ঘ্রাণ
প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং
যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বেদেবা স ইহ মাদয়ন্তা মোম প্রতিষ্ঠ॥" অতঃপর—"ওঁ আং হ্রং ফট্।" মন্ত্রে
দিব্যদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত অবলোকনপূর্বক ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মাতৃকাসরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি,
স্বরা শক্তয়ঃ অব্যক্ত কীলকং সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—ওঁ ব্রাহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।
(মুখে)—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ হলভ্যো
বীজেভ্যো নমঃ। (পাদয়োঃ)—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। (সর্বাঙ্গে)—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

করন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং
হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং
অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্॥"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে
স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ ওং

পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

**অন্তর্মাতৃকান্যাস**—কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়সিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বেপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশদশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে॥ বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং। হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপাং নমামি॥" ধ্যানান্তে পুষ্পটি তাম্রটাটে বা ঘটে দিয়া ন্যাস করিবেন। যথা—(কণ্ঠে ষোড়শদল পদ্মে)—"ওঁ অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ।" (হৃদয়ে দ্বাদশদলে)—"ওঁ কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ।" (নাভিতে দশদলে)—"ওঁ ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ।" (লিঙ্গমূলে ষড়দলে)—"ওঁ বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ।" (মূলাধারে চতুর্দলে)—"ওঁ বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ।" (ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে)—"ওঁ হং নমঃ, ক্ষং নমঃ॥"

**বাহ্যমাতৃকান্যাস**—কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাং। ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্॥ মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রানাং। বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥" ধ্যানান্তে পুষ্পটি তাম্রটাটে বা ঘটে দিয়া নিম্নমন্ত্রে দেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করিবেন। যথা—"(ললাটে) অং নমঃ।

(মুখে)—আং নমঃ। (দক্ষিণ চক্ষু)—ইং নমঃ। (বাম চক্ষু)—ঈং নমঃ। (দক্ষিণ কর্ণে)—উং নমঃ। (বাম কর্ণে)—ঊং নমঃ। (দক্ষিণ নাসাপুটে)—ঋং নমঃ। (বাম নাসাপুটে)—ৠং নমঃ। (দক্ষিণ গণ্ডে)—ঌং নমঃ। (বামগণ্ডে)—ৡং নমঃ। (কণ্ঠে)—এং নমঃ। (অধরে)—ঐং নমঃ। (উর্ধ দন্তপংক্তিতে)—ওং নমঃ। (মুখবিবরে)—অঃ নমঃ। (দক্ষিণ বাহুমূলে)—কং নমঃ। (কূর্পরে)—খং নমঃ। (মণিবন্ধে)—গং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ঙং নমঃ। (বাম বাহুমূলে)—চং নমঃ। (কূর্পরে)—ছং নমঃ। (মণিবন্ধে)—জং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ঝং নমঃ। (অঙ্গুল্যগ্রে)—ঞং নমঃ। (দক্ষিণ পাদমূলে)—টং নমঃ। (জানুনি)—ঠং নমঃ। (গুলফে)—ডং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ঢং নমঃ। (অঙ্গুলাগ্রে)—ণং নমঃ। (বামপাদমূলে)—তং নমঃ। (জানুনি)—থং নমঃ। (গুলফে)—দং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ধং নমঃ। (অঙ্গুলাগ্রে)—নং নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে)—পং নমঃ। (বামপার্শ্বে)—ফং নমঃ। (পৃষ্ঠে)—বং নমঃ। (নাভিতে)—ভং নমঃ। (উদরে)—মং নমঃ। (হৃদি)—যং ত্বগাত্মনে নমঃ। (স্কন্ধে)—রং অসৃগাত্মনে নমঃ। (ককুদি)—লং মাংসাত্মনে নমঃ। (স্কন্ধে)—বং মেদাত্মনে নমঃ। (হৃদাদি দক্ষিণহস্তে)—শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। (হৃদাদি বামহস্তে)—ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। (হৃদাদি দক্ষিণপাদে)—সং শুক্রাত্মনে নমঃ। (হৃদাদি বামপাদে)—হং প্রাণাত্মনে নমঃ। (হৃদাদি জঠরে)—লং জীবাত্মনে নমঃ। (হৃদাদি মুখে)—ক্ষং পরাত্মনে নমঃ।"

**সংহার মাতৃকান্যাস**—পূর্ববৎ কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোত মুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥" ধ্যানান্তে পুষ্পটি তাম্রটাটে অথবা ঘটে দিয়া বাহ্যমাতৃকান্যাসের

বিপরীতক্রমে ন্যাস করিবেন। যথা—(হৃদয়াদি মুখে)—ওঁ ক্ষং নমঃ। (হৃদাদি উদরে)—ওঁ লং নমঃ। (হৃদাদি বাম পাদাগ্রে)—ওঁ হং নমঃ। (হৃদাদি দক্ষিণ পাদাগ্রে)—ওঁ লং নমঃ। (হৃদাদি বামহস্তে)—ওঁ ষং নমঃ। (হৃদাদি দক্ষহস্তে)—ওঁ শং নমঃ। (দক্ষস্কন্ধে)—ওঁ বং নমঃ। (হৃদি)—ওঁ যং নমঃ। (উদরে)—ওঁ মং নমঃ। (নাভি)—ওঁ ভং নমঃ। (পৃষ্ঠে)—ওঁ বং নমঃ। (বামপার্শ্বে)—ওঁ ফং নমঃ। (দক্ষিণেপার্শ্বে)—ওঁ পং নমঃ। (বাম পাদাঙ্গুলাগ্রে)—ওঁ নং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ওঁ ধং নমঃ। (গুলফে)—ওঁ দং নমঃ। (জানুনি)—ওঁ থং নমঃ। (বাম পাদমূলে)—ওঁ তং নমঃ। (দক্ষপাদাঙ্গুলাগ্রে)—ওঁ ণং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ওঁ ঢং নমঃ। (গুলফে)—ওঁ ডং নমঃ। (জানুনি)—ওঁ ঠং নমঃ। (পাদমূলে)—ওঁ টং নমঃ। (বাম করাঙ্গুলাগ্রে)—ওঁ ঞং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ওঁ ঝং নমঃ। (মণিবন্ধে)—ওঁ জং নমঃ। (কূর্পরে)—ওঁ ছং নমঃ। (বাহুমূলে)—ওঁ চং নমঃ। (দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলাগ্রে)—ওঁ ঙং নমঃ। (অঙ্গুলিমূলে)—ওঁ ঘং নমঃ। (মণিবন্ধে)—ওঁ গং নমঃ। (কূর্পরে)—ওঁ খং নমঃ। (বাহুমূলে)—ওঁ কং নমঃ। (মুখে)—ওঁ অঃ নমঃ। (ব্রহ্মরন্ধ্রে)—ওঁ অং নমঃ। (অধোদন্তপংক্তৌ)—ওঁ ঔং নমঃ। (উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ)—ওঁ ওং নমঃ। (অধরে)—ওঁ ঐং নমঃ। (ওষ্ঠে)—ওঁ এং নমঃ। (বামগণ্ডে)—ওঁ ৡং নমঃ। (দক্ষিণ গণ্ডে)—ওঁ ঌং নমঃ। (বামনাসা)—ওঁ ৠং নমঃ। (দক্ষিণনাসা)—ওঁ ঋং নমঃ। (বামকর্ণে)—ওঁ ঊং নমঃ। (দক্ষিণ কর্ণে)—ওঁ উং নমঃ। (বামনেত্রে)—ওঁ ঈং নমঃ। (দক্ষিণনেত্রে)—ওঁ ইং নমঃ। (মুখবৃত্তে)—ওঁ আং নমঃ। (ললাটে)—অং নমঃ। অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—স্বহৃদয়ে হস্ত বা পুষ্পদ্বারা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ও কূর্মায়

নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (দক্ষিণ স্কন্ধে)—ওঁ ধর্মায় নমঃ। (বাম স্কন্ধে)—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। (বামোরু)—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণোরু)—ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ। (মুখে)—ওঁ অধর্মায় নমঃ। (বাম পার্শ্বে)—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভি)—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণ পার্শ্বে)—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে)—ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। অতঃপর পূর্বাদি কেশরে তাহাদিগকে পীঠশক্তি মধ্যে যথাক্রমে পীঠমধ্যে ন্যাস করিবেন।

পীঠশক্তির ন্যাস—(পূর্বদ্বারে)—ওঁ হ্রীং গাং গণেশায় নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। (পশ্চিমে)—ওঁ হ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (উত্তরে)—ওঁ হ্রীং যাং যোগিনীভ্যোঃ নমঃ। (মধ্যে)—ওঁ শ্মশানায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। (তন্মূলে)—ওঁ মণিপীঠায় নমঃ। ওঁ নানালঙ্কারেভ্যোঃ নমঃ। নানামুনিভ্যোঃ নমঃ। নানা দেবেভ্যঃ নমঃ। বহুমাংসাস্থিভ্যঃ নমঃ। ওঁ মোদমানশিবাভ্যঃ নমঃ। ওঁ চতুর্দ্দিক্কুণপমুণ্ডচিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ নমঃ। (মধ্যে অষ্টদল পদ্মমধ্যে)—ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ রত্যৈ নমঃ। ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্যৈ নমঃ। ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। (তদুপরি)—ওঁ হ্সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।

অতঃপর ষোঢ়ান্যাসে অসমর্থপক্ষে সংক্ষেপ ষোঢ়ান্যাস করিবেন।

**সংক্ষেপ ষোঢ়ান্যাস**—(মস্তকে)—ওঁ নমঃ। (ভ্রূদ্বয় মধ্যে)—ওঁ হূং নমঃ। (কণ্ঠে)—ওঁ এং নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ ক্রীং নমঃ। (নাভিতে)—ওঁ ঐং নমঃ। (লিঙ্গে)—ওঁ ক্লীং নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ সৌঃ নমঃ। (দক্ষিণ বাহুতে)—ওঁ হ্রং নমঃ। (বাম বাহুতে)—ওঁ শ্রীং নমঃ। (দক্ষিণে পাদে)—ওঁ হ্রীং নমঃ। (বামপাদে)—ওঁ ক্রীং নমঃ। (পৃষ্ঠে)—ওঁ ক্রোং নমঃ। অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

**ঋষ্যাদিন্যাস (একজটা বিষয়ে)**—(শিরসি)—ওঁ অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ শ্রীমদেকজটায়ৈ নমঃ। (পাদয়ো)—ওঁ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাঙ্গে)—ওঁ হ্রীং হ্রীং ফট্ কীলকায় নমঃ।

**ঋষ্যাদিন্যাস (নীলসরস্বতী বিষয়ে)**—(শিরসি)—ওঁ অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ নীলসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (মূলাধারে)—ওঁ হূং বীজায় নমঃ। (পাদয়োঃ)—ওঁ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাঙ্গে)—ওঁ হূং ফট্ চতুর্বর্গ ফললাভে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবেন।

**করাঙ্গন্যাস (একজটা বিষয়ে) করন্যাস**—"ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তারিণ্যৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

**অঙ্গন্যাস**—"ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূং বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং উগ্রজটে কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

অথ ব্যাপকন্যাস—শীর্ষাদি পাদান্তং পাদাদি শিরোঽন্তং নাভ্যাদি হৃদয়ান্তকং প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যাং মার্জনমেকধা ব্যাপকন্যাসো করতীতি বোধব্যম্।

কূর্মমুদ্রা

অর্থাৎ মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত, পাদদেশ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত এবং নাভিদেশ হইতে হৃদয় ও হৃদয় হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত উভয় করতল দ্বারা প্রণবপুটিত মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার, পঞ্চবার অথবা কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবেন।

অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন। এখানে তিনপ্রকার ধ্যান দেওয়া হইল, সাধক প্রয়োজনানুসারে দেবীর ধ্যান করিবেন।

## একজটা তারার ধ্যান।

ওঁ প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌঃ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥

খড়্গাকর্ত্রী সমাযুক্তা সব্যেতর ভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপল সংযুক্তা সব্যপাণি যুগান্বিতাম্॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্য ভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয় ভূষিতাম্॥
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশ স্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার ভূষিতাম্॥
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
অক্ষোভ্যোদেবমূর্দ্ধণ্যাস্ত্রিমূর্ত্তি নাগরূপধৃক্॥
মন্ত্র—ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্।

## নীলসরস্বতীর ধ্যান

ওঁ প্রত্যালীঢ়পদাং দেবীং মহামায়াং ত্রিলোচনাম্।
সর্ব্বালঙ্কার ভূষাঢ্যাং মহানীল প্রভাং পরাম্॥
খড়্গাং পাশং দক্ষিণে চ বামেন্দী নরমূর্দ্ধতঃ।
দধতঞ্চ সকং দেব্যা ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥
মন্ত্র—ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্।

## উগ্রতারার ধ্যান

ওঁ প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাঙ্ঘ্রী,
শবহৃদঘোরাট্টহাসাপরা।
খড়্গেন্দীবরকর্ত্রী খর্পরভুজা,
হুঙ্কারবীজোদ্ভবা।
খর্বা নীল বিশাল পিঙ্গল জটাজুটৈকনাগৈর্যুতা,
জাড্যান্ন্যস্য কপালকে,
ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্॥

**মন্ত্র**—হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্।

ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বমস্তকে দিয়া মানসপূজা করিবেন।

**মানসপূজা**—হৃৎপদ্মাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চামৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকং॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥ অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্॥ নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা। এবম্ সম্পূজ্যার্ঘ্য স্থাপনং কুর্য্যাৎ॥

**অর্থাৎ**—হৃদয়পদ্ম দেবীকে আসনরূপে দিবেন। সহস্রার পদ্ম হইতে ক্ষরিত অমৃত দেবীকে পাদ্য-

রূপে দিবেন। মনকে অর্ঘ্য কল্পনা করিবেন। সহস্রদলপদ্ম ক্ষরিত জলকে আচমনীয় ও স্নানীয় কল্পনা করিবেন। আকাশতত্ত্বকে বস্ত্র ; ক্ষিতিতত্ত্বকে গন্ধ ; অহিংসা, বিজ্ঞান, ক্ষমা, দয়া, অলোভ, অমোহ, অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অদ্বেষ—এদের পুষ্প কল্পনা করিবেন। প্রাণকে ধূপ, তেজস্তত্ত্বকে দীপ, সহস্রার ক্ষরিত সুধাকে নৈবেদ্য, বায়ুতত্ত্বকে চামর, আকাশতত্ত্বকে বস্ত্র, ক্ষিতিতত্ত্বকে গন্ধ, অনাহত ধ্বনিকে ঘন্টা, সহস্রদল পদ্মকে ছত্র, শব্দতত্ত্বকে গীতাবাদ্য, ইন্দ্রিয় কর্মসকলকে নৃত্য কল্পনা করিয়া দেবীকে নিবেদন করিবেন। তৎপরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

## প্রকারান্তর মানসপূজা

হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ একজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি।
" " " " একজটা তারে স্বাগতম্ সুস্বাগতমিদং তব।
" " " " ইদং সহস্রারামৃতং পাদ্যং একজটা তারায়ৈ নমঃ।
" " " " ইদং সংকল্প-বিকল্পাত্মকং রূপং মনোর্ঘ্যং একজটা তারায়ৈ স্বাহা।
" " " " ইদং সহস্রারামৃতং আচমনীয়ং একজটা তারায়ৈ স্বধা।
" " " " ইদং সহস্রারামৃতং মধুপর্কং একজটা তারায়ৈ বং স্বধা।
" " " " ইদং সহস্রারামৃতং পুনরাচমনীয়ং একজটা তারায়ৈ স্বধা।
" " " " ইদং সহস্রারামৃতং স্নানীয়ং একজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি।
" " " " ইদং আকাশত্মকং বস্ত্রং একজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি।

হ্রীঁং স্ত্রীং হূং ফট্ ইদং সহস্রারাস্থিতং ত্রিবলয়মলঙ্কারং একজটা তারায়ৈ নমঃ।
" " " " এষ মনস্তত্ত্বং গন্ধঃ একজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি।
" " " " অনন্তসন্ধাস্থিকান্তং করণরূপং চিত্তং পুষ্পং একজটা তারায়ৈ বৌষট্।
" " " " যং বায়ব্যাত্মকং ধূপং একজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি।
" " " " বহ্ন্যাত্মকং দীপং একজটা তারায়ৈ নমঃ।
" " " " সহস্রারামৃতং নৈবেদ্যং একজটা তারায়ৈ নমঃ।
" " " " ষট্চক্রপদ্মরূপং পুষ্পাঞ্জলিঃ একজটা তারায়ৈ বৌষট্।

অনেক সাধক এইভাবে মানসপূজা করিয়া থাকেন। সেইজন্য এখানে উভয়প্রকার মানসপূজার উল্লেখ করা হইল। এখানে মন্ত্রসকল একইপ্রকার হইবে। প্রভেদ শুধুমাত্র "একজটা তারায়ৈ" স্থলে "নীলসরস্বত্যৈ" অথবা "উগ্রতারায়ৈ" হইবে।

**বিশেষার্ঘ্য স্থাপন**—স্ববামে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে "হূং" বীজ লিখিয়া মণ্ডলের বাহিরে বৃত্ত, তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" এইরূপে মণ্ডলের পূজাপূর্বক "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে ত্রিপদিকা ও শঙ্খ প্রক্ষালন পূর্বক মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবেন। অতঃপর "হ্রীঁং স্ত্রীং হূং ফট্" মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিলোমমাতৃকা পাঠ করিতে করিতে বিশুদ্ধ জলদ্বারা শঙ্খের ত্রিভাগ পূর্ণ করিবেন। যথা—"ওঁ হ্রীঁং ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং

ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৠং ঌং ঋং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং হ্রীঁ স্ত্রীং হুং ফট্।"
অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—(ত্রিপদিকায়) "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। (শঙ্খে)—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। (জলে)—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।" অতঃপর মূলমন্ত্রে সচন্দন বিল্বপত্রাদি দ্বারা শঙ্খের উপর অর্ঘ্য সাজাইবেন। তৎপরে অঙ্কুশমুদ্রা যোগে সূর্য্যমণ্ডল হইতে মন্ত্র পাঠপূর্বক তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" তৎপরে—"ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্" শ্রীমদেকজটা তারা (নীলসরস্বতী, উগ্রতারে বা) দেবি ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে সুষুম্না পথে তেজোময়

গালিনী মুদ্রা

দেবীকে (চিন্তাকরত) শঙ্খজলে আনয়নপূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা শঙ্খে দেবীর পূজা করিয়া "হ্রীং একজটায়ৈ নমঃ" (হ্রীং অখিল বাক্‌রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ। বা হুং নীলসরস্বত্যৈ হৃদয়ায় নমঃ বা হ্রীং উগ্রতারায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ)।" এইক্রমে মূর্তিভেদে দেবীর ষড়ঙ্গন্যাসক্রমে সকলীকরণ করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক "ওঁ" মন্ত্রে শঙ্খস্থ জল দর্শন করিয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক উহাতে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবেন। অতঃপর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে সংরক্ষণপূর্বক সেই অর্ঘ্যজল কিঞ্চিৎ সামান্যার্ঘ্যের জলে (কোশায়) দিয়া মূলমন্ত্রে নিজ মস্তকে ও পূজোপকরণাদিতে ছিটাইয়া দিবেন।

অতঃপর পীঠন্যাসক্রমে দেবীর পীঠপূজা করিবেন।

**পীঠপূজা**—(মণ্ডলমধ্যে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (দক্ষিণ শাখায়)—ওঁ ধর্মায় নমঃ। (বাম শাখায়)—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। (বামোরু)—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণোরু)—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। (মুখে)—ওঁ অধর্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে)—ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীং গাং গণেশায় নমঃ। ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ। ওঁ হ্রীং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ওঁ হ্রীং বাং যোগিনীভ্যো নমঃ। ওঁ শ্মশানায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিপীঠায় নমঃ। ওঁ নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ। ওঁ নানামুনিভ্যো নমঃ। ওঁ নানাদেবেভ্যো নমঃ। ওঁ রক্তমাংসাস্থিভ্যো নমঃ। ওঁ মোদমানশিবাভ্যো নমঃ। ওঁ চতুর্দিক্ষু শবমুণ্ডচিতাঙ্গারাদিভ্যো নমঃ। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ রত্যৈ নমঃ। ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ হ্‌সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।" অতঃপর বেদীশোধন করিবেন।

**বেদীশোধন**—শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা মন্ত্র পাঠান্তে বেদীশোধন করিবেন। যথা—"ওঁ বেদ্যাঃ বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা॥"

অতঃপর বিতানশোধন করিবেন।

**বিতানশোধন**—"ওঁ উর্দ্ধ উ ষু ন উত্তয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধোবাজস্য সবিতা যথাঞ্জিভির্বাঘত্তিভিহ্বয়া মহে॥" মন্ত্র পাঠপূর্বক শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা বিতানশোধন করিবেন। অতঃপর ঘটস্থাপন করিবেন।

**ঘটস্থাপন**—নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ অচ্ছিদ্র সুদৃঢ় ঘট গ্রহণ করতঃ "ক্রীং" মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া "ঐং" মন্ত্রে শোধন করতঃ "হ্রীং" মন্ত্রে মণ্ডলে ঘটস্থাপন করিবেন। পরে "হ্রীং" মন্ত্রে জলদ্বারা ঘট পূরণ করিয়া ঘটস্থ জলের উপর করযোড়ে নিম্নমন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ক্রোং গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধুকাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ॥ হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গ পাতালভূগতাঃ। সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্॥" "হ্রীং" মন্ত্রে ঘটে পল্লব দিবেন। "হুং" মন্ত্রে ঘটে সশীষ ডাব দিবেন। পরে "শ্রীং" মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিবেন। পরে "রং" মন্ত্রে সিন্দুর দিবেন। "যং" মন্ত্রে পুষ্প দিবেন। "শং" মন্ত্রে দূর্বা দিবেন। "ওঁ" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া "হুং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে ঘট তাড়ন করিবেন। অতঃপর ঘটে হস্তপ্রদান পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ হ্রীং স্থাং স্থিং স্থিরো ভব।" অতঃপর কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন করিবেন।

**কাণ্ডরোপণ**—তীরকাঠি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষ পরুষস্পরি। এক নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥"

**সূত্রবেষ্টন**—"ওঁ সুত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা

ওঁ মনাগমত্রবন্তি মা কহেমা স্বস্তয়ে॥"

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অতঃপর গণেশাদির পূজা করিবেন।

**গণেশাদির পূজা ঃ গণেশের ধ্যান—**

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

"এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম মন্ত্র—** ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজানন।
বিঘ্ননাশ করং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

**সূর্য্যের ধ্যান—**ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং,
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম মন্ত্র—** ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

**বিষ্ণুর ধ্যান—** ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী
নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবান্
মকরকণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী,
হিরন্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ॥

"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম মন্ত্র—** ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

**শিবের ধ্যান—** ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

"এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায়।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম মন্ত্র—** ওঁ নমো শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥

**জয়দুর্গার ধ্যান**—ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং
মৌলিবন্ধেন্দু রেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈঃ
রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন মখিলং
তেজসা পূরয়ন্তীং।
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাম্,
সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

"এষ গন্ধঃ হ্রীং ওঁ জয় দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

**প্রণাম মন্ত্র**— ওঁ সর্বমঙ্গলে মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

অতঃপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। ওঁ বাস্তুদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ কুলদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ ইষ্টদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ প্রত্যক্ষদেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ স্থানীয় দেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্বাভ্যো দেবদেবীভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিয়া—"শ্রীমদেকজটা (নীলসরস্বতী, বা উগ্রতারা) তারা দেব্যাঃ মূর্তিং কল্পয়ামি।" মন্ত্রে দেবীর মূর্তি কল্পনা করিবেন। তারপর পুষ্প-বিল্বপত্রাদি কূর্মমুদ্রায় গ্রহণ করিয়া (একজটা, নীলসরস্বতী বা উগ্রতারা) মূর্তি অনুসারে ধ্যানপূর্বক পুষ্পটি ঘটে দিয়া দেবীর আবাহন করিবেন।

আবাহন—"ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে। যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্বদা॥ ওঁ মহাপদ্মবনান্তস্থে কারণানন্দ বিগ্রহে। সর্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি॥ ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥" অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ শ্রীমদেকজটে দেবি (শ্রীমন্নীলসরস্বতী দেবী, শ্রীদুর্গতারে দেবি) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিহিতাভব, ইহসন্নিরুদ্ধাভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" অতঃপর "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা (একজটা বিষয়ে)—হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। হ্রূং বজ্রোদকে শিখায়ৈ

আবাহনী মুদ্রা.

স্থাপনী মুদ্রা.

সন্নিধাপনী.

সন্নিরোধনী.

সম্মুখীকরণ
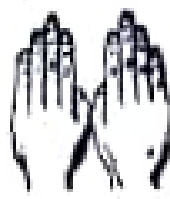
বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৈং মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥"

(নীলসরস্বতী বিষয়ে)—হ্রাং অখিল বাগরূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং অখণ্ড বাগরূপিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। হ্রুং ব্রহ্মবাগরূপিণ্যৈ শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং বিষ্ণুবাগরূপিণ্যৈ কবচায় হুং। হ্রৌং রুদ্রবাগরূপিণ্যৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ সর্ববাগরূপিণ্যৈ অস্ত্রায় ফট্। অতঃপর ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ মুদ্রাদ্বারা পরমীকরণ, ভূতিনী, আকর্ষণী ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

**চক্ষুর্দান**—বিল্বপত্রে ঘৃতদ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিয়া কুশাগ্রদ্বারা স্ত্রীদেবতার অগ্রে উর্দ্ধনেত্রে পরে বামনেত্রে তাহার পর দক্ষিণনেত্রে এবং পুরুষ দেবতার অগ্রে উর্ধনেত্রে পরে দক্ষিণনেত্রে তৎপরে বামনেত্রে কজ্জল দিয়া চক্ষুর্দান করিবেন। এখানে প্রথমে তারাদেবীর তাহার পর শবশিবের চক্ষুর্দান করিবেন। যথা—ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ। (ভগবত্যেকজটে স্থলে নীলসরস্বতী বা উগ্রতারে) হইবে। শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ উর্ধচক্ষু কল্পয়ামি।" এইমন্ত্রে উর্দ্ধনেত্রে তৎপরে দেবীর পূর্ববৎ গায়ত্রী পাঠান্তে শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ বামচক্ষু কল্পয়ামি।" এইমন্ত্রে চক্ষুতে কজ্জল দিবেন। তৎপরে দেবীর পূর্ববৎ গায়ত্রী পাঠান্তে শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ দক্ষিণচক্ষু

পরমীকরণ ও ভূতিনী মুদ্রা

কল্পয়ামি" মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষুতে কজ্জল দিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্র-সূর্যানলপ্রভং। তারকাত্রময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ম॥" তাহার পর শরশিবের অগ্রে ঊর্ধনেত্রে পরে দক্ষিণনেত্রে, তৎপরে বামনেত্রে বৈদিক গায়ত্রী পাঠ করিয়া চক্ষুর্দান করিবেন।

**প্রাণপ্রতিষ্ঠা**—দেবীর সম্মুখভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া প্রথমে দেবীর মস্তকে দেবীর মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবেন। অতঃপর লেলিহান মুদ্রাদ্বারা দেবতার হৃদয়ে দূর্বা ও আতপচাল ধারণ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগযজুঃ সামাথর্বাণি ছন্দাংসি চৈতন্যরূপপ্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমদেকজটা (নীলসরস্বতী অথবা উগ্রতারা) দেবতায়াঃ প্রাণা ইহপ্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমদেকজটা তারা দেবতায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ। শ্রীমদেকজটা তারা দেবতায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংস শ্রীমদেকজটা তারা দেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষু শোত্রঘাণপ্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ওঁ মনোজোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোম প্রতিষ্ঠঃ॥ অসৌ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অসৌ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অসৌ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষং সদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ নৃষদ্বরসদৃত সদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ॥ অস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টারূপাণি পিংশতু॥ আ সিঞ্চতু

প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ ঐং ভগবত্যেকজটে (ভগবন্নীলসরস্বতী, ভগবদুগ্রতারে বা) বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহেসুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্, উর্বারুক-মিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ স্বাহা॥"

অতঃপর দেবীর পদতলস্থিত শবশিবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শবশিবস্য প্রাণা ইহপ্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শবশিবস্য জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শবশিবস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শবশিবস্য বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্ শোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ স্বাহা॥" অতঃপর দেবীর ষোড়শপচারে প্রধান পূজা করিবেন।

ষোড়শোপচারে পূজা—প্রথমে কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৭-২৮) পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনান্তে যথাযথ মন্ত্রে দ্রব্যসকল নিবেদন করিবেন।

১। রজতাসন—একটি পাত্রে অথবা বিল্বপত্রের উপর রজতাসন রাখিয়া অর্চনা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতৎ সম্প্রদানায় (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটে (নীলসরস্বতী বা উগ্রতারায়ৈ)

তারায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রপাঠ করিয়া রজতাসনটি হস্তে লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বভূতান্তরাস্থায়ৈ সর্বভূতান্তরাত্মনে। কল্পয়াম্যুপবেশার্থং আসনং তে নমো নমঃ। ইদং রজতাসনং ওঁ (মূলমন্ত্র) একজটা তারায়ৈ নমঃ।" বলিয়া আসন দান করিবেন। অনন্তর অন্যান্য উপচারসকলও উপরোক্তরূপে শোধন ও পূজা করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথাক্রমে দান করিবেন।

২। স্বাগতম্—"ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারা মাতঃ স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে। ওঁ দেব্যাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধর্থাং যস্যা বাঞ্ছন্তি দর্শনম্। সুস্বাগতং স্বাগতং তে তস্যৈ তে পরমাত্মনে।"

৩। পাদ্য—পূর্ববৎ অর্চনান্তে "এতৎ সম্প্রদানায় (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ। ওঁ যৎ পাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগত্রয়ম্। তৎ পাদাব্জ প্রোক্ষণার্থং পাদ্যং তে কল্পয়াম্যহম্। এতৎ পাদ্যম্ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৪। অর্ঘ্যম্—পূর্ববৎ কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ স্বধা। ওঁ পরমানন্দ সন্দোহো জায়তে যৎ প্রসাদতঃ। তস্যৈ সর্বাত্মভূতায়ৈ আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ স্বধা॥"

৫। আচমনীয়ম্—"এতস্মৈ বং আচমনীয়োদকায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ। ওঁ যদুচ্ছিষ্টমপি স্পৃষ্টং শুদ্ধিমেতাখিলং জগৎ। তস্যৈ শ্রীমুখারবিন্দে আচামং কল্পয়ামি তে॥ ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ (মূলমন্ত্র)

শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ স্বধা॥"

৬। **মধুপর্ক**—একটি কাংস্যপাত্রে ঘৃত, দধি, মধু লইয়া বামহস্তে ধরিয়া—"এতস্মৈ বং সাধার মধুপর্কায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সাধার মধুপর্কায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ স্বধা। ওঁ তাপত্রয় বিনাশার্থমখণ্ডানন্দ হেতবে। মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদ পরমেশ্বরী॥ এষঃ সাধার মধুপর্কঃ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ স্বধা॥"

৭। **পুনরাচমনীয়ম্**—"এতস্মৈ বং পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ অশুচি শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্ট স্পর্শমাত্রতঃ। অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয়োদকম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৮। **স্নানীয়ম্**—কুশীতে জল লইয়া—"এতস্মৈ বং স্নানীয়োদকায় নমঃ।" তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ স্নানীয়োদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ। তস্যৈ তে জগদাধারে স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে॥ ইদং স্নানীয়োদকম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি॥"

৯। **বস্ত্রম্**—বামহস্তে বস্ত্র ধরিয়া—"এতস্মৈ বং বস্ত্রায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ

করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্বাভরণ হীনায়ৈ মায়াপ্রচ্ছন্ন তেজসে। বসনং পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে॥ ইদং বস্ত্রম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি॥"

১০। **আভরণম্**—রজতাভরণ বা স্বর্ণাভরণ একটি পাত্রে বা বিল্বপত্রের উপর রাখিয়া বামহস্তে স্পর্শ করিয়া—"এতস্মৈ বং রজতাভরণায় (স্বর্ণাভরণায় বা) নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাভরণায় (স্বর্ণাভরণায় বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ বিশ্বাভরণ ভূতায়ৈ বিশ্বশোভৈক যোনয়ে। মায়াবিগ্রহ ভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে॥ ইদং রজতাভরণম (স্বর্ণাভরণম বা) ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

১১। **গন্ধম্**—একটি পুষ্পে রক্তচন্দন লইয়া—"এতস্মৈ বং গন্ধায় নমঃ।" এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যথা গন্ধধরা ধরা। তস্যৈ পরমাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে॥ এষগন্ধঃ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

১২। **পুষ্পম্**—একটি পুষ্প লইয়া বামদিকে পুষ্পের উপর রাখিয়া বামহাতে ধরিয়া—"এতস্মৈ বং পুষ্পায় নমঃ॥" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে

এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ।। ওঁ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্॥ এতৎ সচন্দন (জবা হইলে—জবাপুষ্পং, পদ্ম হইলে—পঙ্কজপুষ্পম্) পুষ্পম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ বৌষট্॥"

১৩। **বিল্বপত্র**—একটি রক্তচন্দন সহ বিল্বপত্র বামদিকে বিল্বপত্রের উপরে রাখিয়া—"এতস্মৈ বং সচন্দন বিল্বপত্রায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সচন্দন বিল্বপত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ। ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।" ইহা উগ্রতারা বিষয়ে।

একজটা বিষয়ে গায়ত্রী উক্তরূপ—"ওঁ হূং ভগবত্যৈকজটে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ॥"

**পুষ্পমালা**—মালাটি বামদিকে পুষ্পের উপর রাখিয়া, বামহস্তে ধরিয়া—"এতস্মৈ বং পুষ্পমালায়ৈ নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পুষ্পমালায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মালাং নানাপুষ্প সমন্বিতম্। শ্রীযুক্তং লম্বমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি। ইদং পুষ্পমালাং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

১৫। **ধূপম্**—একটি প্রজ্বলিত ধূপ বামদিকে রাখিয়া—"এতস্মৈ বং ধূপায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার

পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ ধূপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥" অতঃপর "জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা।" বলিয়া একটি পুষ্প ঘণ্টায় দিয়া ঘণ্টাপূজা করিয়া ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপঃ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

১৬। দীপ—একটি প্রজ্বলিত দীপ লইয়া বামদিকে রাখিয়া—"এতস্মৈ বং দীপায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ দীপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ। ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরঃ জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষদীপঃ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

১৭। নৈবেদ্যম্—"এতস্মৈ বং নৈবেদ্যায় নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ।" ওঁ নৈবেদ্যং স্বাদসংযুক্তং নানাভক্ষ্যসমন্বিতম্। নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুষস্ব পরমেশ্বরি॥ ইদম্ নৈবেদ্যম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি॥" অতঃপর নৈবেদ্যের উপর মূলমন্ত্র ১০ বার জপ করিয়া চক্রমুদ্রা দ্বারা সংরক্ষণ ও ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া—"অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জলগণ্ডুষ দিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা ও দক্ষিণহস্তে পঞ্চপ্রাণমুদ্রা দেখাইবেন।

যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা।" পঞ্চমুদ্রা দেখাইবেন।

১৮। **পানীয়ম্**—কর্পূর মিশ্রিত জল লইয়া—"এতস্মৈ বং পানার্থোদকায় নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পানার্থোদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নিবেদয়ামি॥ ওঁ পানার্থং সলিলং দেবি কর্পূরাদি সুবাসিতম্। সর্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোঽস্তু তে॥ ইদং পানার্থোদকম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥" অতঃপর—"ওঁ অমৃতোপিধানমসি স্বাহা।" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল দিবেন।

১৯। **পুনরাচমনীয়ম্**—কুশীতে জল লইয়া বামহাতে স্পর্শ করিয়া—"এতস্মৈ বং পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশবারি দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ অশুচি শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টং স্পর্শমাত্রতঃ। তস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২০। **তাম্বুল**—"এতস্মৈ বং ফলতাম্বুলায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ ফলতাম্বুলায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ পূগকর্পূরখদিরলবঙ্গৈলাদি সংযুতম্।

তাম্বুলং মুখরাগায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে।" ইদং সজলতাম্বুলং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২১। অতঃপর সবস্ত্রতৈজসাধারভোজ্যাদি নিবেদন করিবেন। যথা—বামহাতে ভোজ্যস্পর্শ করিয়া—"এতস্মৈ বং সবস্ত্রতৈজসাধার ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার ভোজ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

অতঃপর অন্নাদি থাকিলে দেবীকে নিবেদন করিবেন।

২২। **অন্নম্**—"এতস্মৈ বং সঘৃতোপকরণ অন্নায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে সঘৃতোপকরণ অন্নায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ। অন্নং চতুর্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়ভিঃ সমন্বিতম্। উত্তমং প্রাণদং চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ॥"

২৩। **পরমান্নং**—"এতস্মৈ বং পরমান্নায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পরমান্নায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ গব্যসর্পিঃ সমাযুক্তং নানামধু সমন্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পায়সং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইদং পরমান্নং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২৪। **পিষ্টকম্**—"এতস্মৈ বং পিষ্টকায় নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে

গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পিষ্টকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ অমৃতৈঃ রচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্মিতম্। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ ইদং পিষ্টকম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২৫। **মধু**—"এতস্মৈ বং মধুনে নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মধুনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ কুবেরেণ পুরাদত্তং অন্নপাত্রং প্রপূরিতম্। অক্ষয়ং সর্বদা দেবি ত্বয়েদং মধুগৃহ্যতাম্। ইদং মধু ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২৬। **ফল-মূলাদি নৈবেদ্যং**—"এতস্মৈ বং খণ্ডফলমূলাদি নৈবেদ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশবারি দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ খণ্ডফলমূলাদি নৈবেদ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ফলমূলাদি সর্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধীনি গৃহ্ণদেবি মমাচিরম্॥ ইদং খণ্ডফলমূলাদি নৈবেদ্যম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২৭। **নেত্রাঞ্জন**—"এতস্মৈ বং নেত্রাঞ্জনায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ নেত্রাঞ্জনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ নমস্তে সর্বদেবেশে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুষামঞ্জনং হৃদ্যং দেবিদত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥ ইদং নেত্রাঞ্জনং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২৮। **শঙ্খাভরণ**—"এতস্মৈ বং শঙ্খাভরণায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক

দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ শঙ্খাভরণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ মহোদধিসমুদ্ভূতাঃ সর্বদেবী প্রিয়াঃ সদা। ময়া নিবেদিতাঃ শঙ্খবলয়াঃ ভূষণায় তে॥ ইদং শঙ্খাভরণং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

২৯। **স্বর্ণাভরণ**—"এতস্মৈ বং স্বর্ণাভরণায় নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ স্বর্ণভরণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ। ওঁ স্বর্ণাদ্যলঙ্কারং দেবি ভূষণানাং সমুত্তমম্। হারকুণ্ডলকেয়ূরনূপুরাদি গৃহাণ মে॥ ইদং স্বর্ণাভরণং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৩০। **সিন্দুরম্**—"এতস্মৈ বং সিন্দূরায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সিন্দূরায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ রঞ্জনং সর্বলোকানাং ক্রিয়াপরময়া যতম্। সিন্দূর তিলকং তেহস্তু ললাটতট মণ্ডলম্। ইদং সিন্দূরং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৩১। **লৌহ আভরণম্**—"এতস্মৈ বং লৌহ আভরণায় নমঃ।" তিনবার বলিয়া কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ লৌহাভরণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ হ্রীং স্ত্রীং হূং ঐং ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ। ইদং লৌহ আভরণম্ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৩২। **রচনা**—"এতস্মৈ বং রচনায়ৈ নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে

গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রচনায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ নানাফল সমাযুক্তাং নানাবর্ণ প্রপূরিতাম্। রচনাং তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ এষা রচনাঃ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৩৩। লড্ডুক—"এতস্মৈ বং লড্ডুকায় নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ লড্ডুকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ লড্ডুকং গুড়রসৈর্যুক্তং দুগ্ধখণ্ডাদিনির্মিতম্। সুমিষ্টং মধুরং দেবি গৃহাতাং পরমেশ্বরি॥ ইদং লড্ডুকং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৩৪। মোদক—"এতস্মৈ বং মোদকায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশবারি দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ মোদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ মোদকং স্বাদসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্মিতম্। সুরম্যং মধুরং ভোজ্যং দেবিদত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥ ইদং মোদকং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

৩৫। শ্রীফলপত্র মাল্য—"এতস্মৈ বং শ্রীফলপত্রমাল্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ শ্রীফলপত্রমালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥ ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেব প্রিয়ঃ সদা। পবিত্রন্তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি॥ ইদং শ্রীফলপত্রমালাং ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ॥"

**পুষ্পাঞ্জলি**—"শ্রীমদ্দেকজটেদেবি বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।

উপরোক্ত সাধারণ পূজাবিধি দেওয়া হইল। তারাতন্ত্রানুসারে এখানে পূজাবিধি দেওয়া হইল। যথা—

**পঞ্চোপচার দান বিধি**—গন্ধ—মূলমন্ত্র শ্রীমদ্দেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা। এষ গন্ধঃ নমঃ।

**পুষ্প**—মূলমন্ত্র শ্রীমদ্দেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা। ইদং সচন্দন পুষ্পং বৌষট্ (পাদয়ো)।

ধূপ—মূলমন্ত্র শ্রীমদ্দেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা। এষ ধূপঃ নমঃ। (বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইবেন নাসিকা পর্যন্ত)।

দীপ—মূলমন্ত্র শ্রীমদ্দেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা। এষ দীপোঽয়ং নমঃ। (বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া চক্ষু পর্যন্ত)।

নৈবেদ্য—মূলমন্ত্র শ্রীমদ্দেকজটে এতৎ নৈবেদ্যং সোপকরণং নিবেদয়ামি। (বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইবেন)।

স্ববামে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন করিয়া তদুপরি নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া "বং" ইতি মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া মূলমন্ত্র ১০ বার জপ করিবেন। "ফট্" মন্ত্রে অস্ত্রমুদ্রায় জলের ছিটা দিয়া গালিনীমুদ্রা দেখাইয়া বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া

৫ অর্ঘ্যোদকের ছিটা দিবেন। বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা ও দক্ষিণহস্তে পঞ্চপ্রাণ মুদ্রায় মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেখাইবেন।

## দশোপচার বিধি (তারাতন্ত্রোক্ত)—

পূর্ববৎ মন্ত্র,—এতৎ পাদ্যং নমঃ।
" " ইদং অর্ঘ্যং স্বাহা।
" " ইদং আচমনীয়ং স্বধা।
" " এষ মধুপর্কং স্বধা।
" " ইদং পুনরাচমনীয়ং স্বধা।
" " এষ গন্ধঃ নমঃ।
" " ইদং সচন্দন পুষ্পং বৌষট্।
" " এষ ধূপঃ নমঃ।
" " এষ দীপোঽয়ং নমঃ।
" " এতৎ নৈবেদ্যং সোপকরণং নিবেদয়ামি নমঃ।

## ষোড়শোপচার বিধি (তারাতন্ত্রোক্ত)—

পূর্ববৎ মন্ত্র,—ইদং আসনং নমঃ।
" " মাতঃ স্বাগতং সুস্বাগতং।

,, ,, এতৎ পাদ্যং নমঃ।

,, ,, ইদং অর্ঘ্যং স্বাহা।

,, ,, ইদং আচমনীয়ং স্বধা।

,, ,, এষ মধুপর্কং স্বধা।

,, ,, ইদং পুনরাচমনীয়ং স্বধা।

,, ,, ইদং স্নানীয়ং নমঃ।

,, ,, ইদং বস্ত্রং নিবেদয়ামি।

,, ,, ইদং সিন্দুরম্ নমঃ।

,, ,, ইদং আভরণং নিবেদয়ামি।

,, ,, এষ গন্ধঃ নমঃ।

**মূলমন্ত্র**—ইদং সচন্দন পুষ্পং বৌষট্।

(এইমন্ত্রে বিল্বপত্র চরণে এবং মালা গলায় দিবেন)।

পূর্ববৎ মন্ত্র এষ ধূপঃ নমঃ।

,, ,, এষ দীপোঽয়ং নমঃ।

,, ,, এতৎ নৈবেদ্যং সোপকরণং নিবেদয়ামি।

,, ,, ইদং পানার্থ জলং নমঃ।

প্রাচীন পদ্ধতি—

ওঁ ভগবত্যেকজটে হ্রীঁ বিশুদ্ধ ধর্মগাত্রাণি সর্বপাপানি সময় সর্ববিকল্পমপনয় হুং ফট্ স্বাহা পাদ্যং নমঃ।

ওঁ তারিণি হ্রীঁ ইদমাচমনীয়ং স্বধা।

ওঁ হ্রীঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।

ওঁ হ্রীঁ কপালিকে মধুপর্কঃ স্বধা।

শ্রীমদেকজটে ইদমাচমনীয়ং সুগন্ধি জলং নমঃ।

গন্ধপুষ্পয়োর্নিশেভ্রয়ং—ওঁ পরমানন্দ সৌরভ্য পরিপূর্ণ দিগন্তরম্। গৃহাণ পরমং গন্ধঃ কৃপয়া পরমেশ্বরি।

শ্রীমদেকজটে এষ গন্ধ নমঃ। ওঁ কৃপয়া পরমেশ্বরি। শ্রীমদেকজটে এষ গন্ধ নমঃ।

ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণ মনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥

যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দেবীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক আবরণ দেবতার পূজা করিবেন।

**আবরণ পূজা**—প্রথমে করযোড়ে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবেন। যথা—দেবি আজ্ঞপয় ভগবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামীতি প্রার্থ্যাবরণান্ পূজায়েৎ।

অতঃপর অক্ষভ্য ঋষির অর্চনা করিবেন।

**অক্ষভ্য ঋষির পূজা**—(দেবীর মৌলিতে) "ওঁ অক্ষভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা অক্ষভ্য ঋষয়ে নমঃ।"

অতঃপর দেবীর অস্ত্রগণের পূজা করিবেন। যথা—দেবীর দক্ষিণহস্তে খড়্গের পূজা করিবেন। যথা—

ওঁ খড়্গ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হ্বং হূং ফট্ স্বাহা।

অধোভাগে—ওঁ কর্ত্রিকাং বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।

বামহস্তে উর্দ্ধে—ওঁ ইন্দীবর বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।

বামহস্তের উর্দ্ধে—সদ্যশ্ছিন্ন শির সহিত সক বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।

অতঃপর গুরুপঙক্তিগণের পূজা করিবেন।

গুরুপংক্তির পূজা—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বায়ুকোণে— | ওঁ উর্দ্ধকেশানন্দনাথ | বজ্রপুষ্পং | প্রতীচ্ছ | হূং ফট্ স্বাহা। |
| নৈর্ঋতকোণে— | ওঁ ব্যোমকেশানন্দনাথ | " | " | হূং ফট্ স্বাহা। |
| অগ্নিকোণে— | ওঁ নীলকণ্ঠানন্দনাথ | " | " | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ঈশানকোণে— | ওঁ বৃষধ্বজানন্দনাথ | " | " | হূং ফট্ স্বাহা। |
| | ওঁ বশিষ্ঠানন্দনাথ | " | " | হূং ফট্ স্বাহা। |
| | ওঁ কূর্মনাথানন্দনাথ | " | " | হূং ফট্ স্বাহা। |
| | ওঁ মীননাথানন্দনাথ | " | " | হূং ফট্ স্বাহা। |
| | ওঁ মহেশ্বরানন্দনাথ | " | " | হূং ফট্ স্বাহা। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ওঁ হরিনাথানন্দনাথ | বজ্রপুষ্পং | প্রতীচ্ছ | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ তারানাথনন্দনাথ | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ ভানুমত্যম্বা | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ জয়াম্বা | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ বিদ্যাম্বা | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ মহোদর্যাম্বা | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ সুখানন্দনাথ | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ পরমানন্দনাথ | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ পারিজাতানন্দনাথ | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ কৈলেশ্বরানন্দনাথ | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ বিরূপাক্ষানন্দনাথ | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |
| ওঁ যেরব্যম্বানন্দনাথ | ,, | ,, | হূং ফট্ স্বাহা। |

অতঃপর অষ্টযোগিনীর পূজা করিবেন।

**অষ্টযোগিনীর পূজা**—(পূর্বাদিদলের মূলদেশে)

ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ। ওঁ রুদ্রাণ্যৈ নমঃ।

ওঁ উমায়ৈ নমঃ। ওঁ নীলায়ৈ নমঃ।

ওঁ ঘোরায়ৈ নমঃ। ওঁ ভ্রামর্য্যৈ নমঃ।

ওঁ মহারাত্রৈ নমঃ। ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ।

অতঃপর অঙ্গদেবতার পূজা করিবেন।

**অঙ্গদেবতার পূজা** (পূর্বাদিক্রমে চতুর্দলে) যথা—

ওঁ বৈরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ শঙ্খা " " হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ পাণ্ডব " " হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ পদ্মনাভ " " হূং ফট্ স্বাহা।

**অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে—** ওঁ নামক বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ নামক " " হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ পাণ্ডব " " হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ তারক " " হূ ফট্ স্বাহা।

**পূর্বাদিচতুর্দ্বারে—** ওঁ পদ্মাত্মক বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ যমান্তক " " হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ বিঘ্নান্তক " " হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ নরান্তক " " হূং ফট্ স্বাহা।

অতঃপর—এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীমদ্দেকজটে দেবি বজ্রপুষ্প প্রতীচ্ছ হূং ফট্ স্বাহা।" মন্ত্রে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, পুনরায় দেবির দশোপচারে পূজা করিবেন। যথা—

মূলমন্ত্র শ্রীমদেকজটে বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা। এতৎ পাদ্যং নমঃ। এইক্রমে—ইদং অর্ঘ্যং স্বাহা। ইদং আচমনীয়ং স্বধা। ইদং মধুপর্কং স্বধা। ইদং পুনরাচমনীয়ং স্বধা। এষ গন্ধঃ নমঃ। ইদং সচন্দন পুষ্পং বৌষট্। এষ ধূপঃ নমঃ। এষ দীপোঽয়ং নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যং সোপকরণং নিবেদয়ামি নমঃ।

অতঃপর তারারহস্য মতে বলিপ্রদান করিবেন। যথা—বামে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, বৃত্ত চতুরস্র অঙ্কন করিয়া—তাহাতে জলপূর্ণ পাত্র, মাংস, তণ্ডুল, দধি, হরিদ্রা, দুগ্ধ, মৎস্য, আসব (মদ্য), পিণ্যাক (পেঁয়াজ), লবণ, আর্দ্রক—ইহাদের অন্যতম দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ রাখিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তিভ্যো নমঃ।" পূজাপূর্বক তাহাতে বলিপাত্র স্থাপন করিয়া বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্পর্শ করিবেন। দক্ষিণহস্তে জল লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ হ্রীং একজটে মহাগণাধিপতয়ে মহোপনীতং বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় মম সর্বশান্তিং কুরু কুরু পরাবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য ত্রুট্ ত্রুট্ ছিন্ধি ছিন্ধি সর্বজগদ্বশমানয় হ্রীং স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া বলিপ্রদান করিবেন।

মতান্তরে—রম্ভা, জায়ফল, ডালিম বা ছোটএলাচ প্রদান করেন।

তারামন্ত্রে দীক্ষিত সাধকগণের পক্ষে উপরোক্ত বিধিতে বলিদানের বিধি। কিন্তু সাধারণ পক্ষে তন্ত্রোক্তবিধি অনুসারে ছাগ ইত্যাদি বলিকর্ম করিবেন।

সাধারণ পূজায় দেবীর পদতলস্থিত শবরূপ মহাদেবের ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া তৎপরে বলিপ্রদান করিবেন।

শবরূপ মহাদেবের ধ্যান—"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং মহাকালং ত্রিলোচনম্। দিগম্বরঞ্চ দ্বিভুজং দেব্যাঃ পাদনার্বস্থিতম্॥ উর্দ্ধলিঙ্গং মহাদেবং চন্দ্রচূড়ং সদাশিবম্। ধ্যায়েচ্চ পরমানন্দং দেব্যা বাহনমুত্তমম্॥" ধ্যানান্তে "ওঁ হৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ॥" মন্ত্রে পাদ্যাদিক্রমে দশোপচারে পূজা করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—তারাতন্ত্র মতে তারা সাধকগণের পূজায় শবরূপ মহাদেবের পূজার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণ পূজা করিতে হইলে শবরূপ মহাদেবের পূজার প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। তজ্জন্য এখানে পূজাপদ্ধতি দেওয়া হইল।

## বলি প্রকরণ

এর আগে তারামন্ত্রে দীক্ষিত এবং তারারহস্য উল্লিখিত বলির বিধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে পূজা করিতে হইলে অনেক স্থলে তারা পূজায় ছাগ, মেষ ও কুষ্মাণ্ডাদি বলি দিতে দেখা যায়। সেইসকল স্থলে পূজক ব্রাহ্মণগণের সুবিধার্থে এখানে বলি পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হইল। বলিপ্রদান করিতে হইলে তন্ত্রে বলির লক্ষণ সম্পর্কে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল।

বলি লক্ষণম্—দ্বিবিধো বলিরাখ্যাতঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা। সাত্ত্বিকোবলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জিতঃ॥ রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে। ত্রিবিধঃ বলয়ঃ প্রোক্তা

উত্তমাধমমধ্যমাঃ॥ উত্তমশ্চোত্তমং দদ্যান্মধ্যমো মধ্যমস্তথা। অধমঃ কথ্যতে দেবি অধমেহপ্যধমাগতিঃ॥

অস্যার্থ—সদাশিব পার্বতীকে বলিলেন—হে দেবি! বলি দ্বিবিধ প্রকার, সাত্ত্বিক এবং রাজসিক বলি। সাত্ত্বিক বলি মাংসরক্তাদি বর্জিত। রাজসিক বলি রক্তমাংসাদি যুক্ত। ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বলির কথা বলিতেছি। ত্রিবিধ প্রকার যে বলি প্রদত্ত হয়, তাহার ফলও উত্তম, মধ্যম এবং অধম। উত্তম বলি উত্তম ফলদায়ক; মধ্যম বলি মধ্যম ফলদায়ক এবং অধম বলিতে অধমগতি লাভ হয়।

একবর্ণ পশুঃ শ্রেষ্ঠ, দ্বিবর্ণো মধ্যম স্মৃতঃ। অধমঃ পরমেশাণি বহুবর্ণযুতঃ পশুঃ॥

অস্যার্থ—হে পরমেশানি! একবর্ণের পশু শ্রেষ্ঠ বলি। পশু দ্বিবর্ণ হইলে তাহা মধ্যম। বহুবর্ণ যুক্ত পশু অধম বলি। আবার বর্ণ হিসাবে বলির পশুর জাতিবিচার করা হয়।

শ্বেতশ্চ ছাগলশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য বিশিষ্যতে। রক্তাং শ্বেতং ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য গৌরমেব চ। নানাবর্ণং হি শূদ্রস্য সর্বেষামঞ্জনপ্রভং॥

অস্যার্থ—হে দেবি! শ্বেতবর্ণের ছাগ ব্রাহ্মণ ; রক্ত ও শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত ছাগ ক্ষত্রিয় ; গৌরবর্ণ ছাগ বৈশ্য এবং নানাবর্ণবিশিষ্ট ছাগ শূদ্র বলিয়া জানিবে।

বলিদোষ—কৃশেশ্চাপি ভবেদ্রোগী বালে বালক নাশনং। অঙ্গহীনে চ দারিদ্র্যং অধিকাঙ্গে হরের্ভয়ং॥ শিরস্থিকে হতো মন্ত্রী তাম্রপৃষ্ঠে হতশ্রিয়ঃ। পুচ্ছহীনে ভবেন্মৃত্যু ঘণ্টাগ্রীবে হতায়ুষঃ॥

অস্যার্থ—রুগ্ন বা কৃশছাগ বলিদানে দানকারী রোগী হয়। শিশুছাগ অর্থাৎ যাহার শৃঙ্গ (শিং)

উদ্‌গত হয় নাই, এরূপ ছাগ বলিদানে সন্তানাদির মৃত্যু। পশু অঙ্গহীন হইলে দুঃখ-দারিদ্র। অধিকাঙ্গ পশু বলি দিলে ভয়। মস্তকে ক্ষত বা কোন দোষযুক্ত পশু বলি দিলে মিত্রাদি নাশ। তাম্রপৃষ্ঠবর্ণ পশু বলি দিলে শ্রী নষ্ট হয়। লাঙ্গুলহীন অর্থাৎ পুচ্ছহীন পশু বলি দিলে মৃত্যু। ঘণ্টাকৃতি গ্রীবাযুক্ত পশু বলি দিলে আয়ুহীন হয়।



**তন্ত্রোক্ত ছাগবলি বিধি**—সুলক্ষণযুক্ত ছাগপশুকে স্নান করাইয়া দেবীর সম্মুখে স্থাপনপূর্বক "ফট্" মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর "হূং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা এবং ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক পশুর ললাটে ও শৃঙ্গে সিন্দুর দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যকোটি সমপ্রভ। সিন্দুরকজ্জলাদীনি গৃহ্ণ গৃহ্ণ যথা সুখম্॥" তৎপরে পশুর অঙ্গে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ছাগপশবে নমঃ।" (মস্তকে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রৌং অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ।" (ললাটে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ।" (মুখে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ।" (পৃষ্ঠে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ।" (জঙ্ঘা চতুষ্টয়ে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ।" (পুচ্ছে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কপালিভৈরবায় নমঃ।" (উদরে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ।" (কণ্ঠে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ।" এইক্রমে পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। দেবী প্রীতিদানেন নমামি বলিরূপিণম্॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" অতঃপর—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ফট্" মন্ত্র পাঠপূর্বক পশুর মস্তকে কুশবারি দিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য

অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীমদ্দেকজটা (নীলসরস্বতী, উগ্রতারা) তারা দেব্যাঃ প্রীতিকামঃ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং অর্চিতং শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ (নীলসরস্বত্যৈ, উগ্রতারায়ৈ) তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে। (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)। ওঁ বলিং গৃহ্ণ মহাদেবি পশুং সর্বগুণান্বিতং। যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম॥" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পশুর কর্ণে মহাবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ হিলি হিলি কিলি কিলি হ্রঁ হ্রঁ স্ফোং স্ফোং ইমং পশুং প্রদর্শয় স্বর্গং নিয়োজয় মুক্তিং কুরু কুরু স্বাহা॥" অতঃপর খড়্গপূজা করিবেন।

খড়্গ পূজা—খড়্গের মূলে "ঐং" মধ্যে "হ্রীং" খড়্গাগ্রে "শ্রীং" এই বীজ তিনটি সিন্দুর দ্বারা লিখিয়া পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালী কালী বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায় খড়্গায় নমঃ।" খড়্গমূলে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাগীশ্বরী ব্রহ্মাভ্যাং নমঃ॥" খড়্গাগ্রে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রূং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ।"

খড়্গের সর্বত্র—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশক্তি যুক্তায় খড়্গায় নমঃ।" এইরূপে পূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ খড়্গায় খরশানায় শক্তিকার্য্যার্থ তৎপরঃ। পশুচ্ছেদাস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তুতে॥"

এইরূপে খড়্গের পূজা করিয়া স্তম্ভের পূজা করিবেন।

স্তম্ভ পূজা—স্তম্ভে সিন্দুরাদি দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ স্তম্ভ ত্বং শিবরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। দেবা দৃষ্টি

প্রদানেন সদা ত্বমচলোভব। ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা স্তম্ভাগ্রে চ মহেশ্বরঃ। স্তম্ভমধ্যে স্বয়ং বিষ্ণুঃ তস্মাত্ত্বচলো ভব॥ ওঁ যথাচলো গিরির্মেরু হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। যথাচান্যে মহিধ্রাশ্চ তথা ত্বমচলোভব॥ ওঁ স্তম্ভ ত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি পার্বতানন্দ বর্দ্ধনঃ। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং পশুবন্ধন হেতবে॥"

অতঃপর এক আঘাতে বলি ছেদনপূর্বক সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, অভাবে নতুন মৃৎপাত্রে সৈন্ধব লবণ, শর্করা, মধু ও কদলীসহ সমাংস রুধির লইয়া দেবীর বামভাগে স্থাপন করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"ওঁ হূং ফট্ এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ।" (যে তারার পূজা, তাহার যথাবিধি নাম বলিবেন)। এই মন্ত্রে উক্তসমাংস রুধিরের অর্ধভাগ উৎসর্গ করিবেন। অবশিষ্ট অর্ধভাগকে চারিভাগ করিয়া (বায়ুকোণে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হূং বাং বটুকায় নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হূং বাং বটুকায় নমঃ।" (ঈশানে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হূং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হূং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। (নৈঋতে)—"এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হূং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হূং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" (অগ্নিকোণে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হূং গাং গণপতয়ে নমঃ। এষ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হূং গাং গণপতয়ে নমঃ।" এইরূপে নিবেদনপূর্বক দেবীর সম্মুখে ছিন্ন ছাগশীর্ষের উপরে ঘৃতদীপ জ্বালিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"হূং ফট্ এষ সপ্রদীপ ছাগশীর্ষ বলিঃ শ্রীমদেকজটা তারায়ৈ নমঃ।"—ইতি তন্ত্রোক্ত ছাগবলি বিধি।

মেষবলি—সমস্তই ছাগবলির ন্যায় হইবে। শুধুমাত্র—"ওঁ মেষবলয়ে নমঃ॥" মন্ত্রে পূজা

করিবেন। তৎপরে সমস্ত ছাগবলির ন্যায়। উৎসর্গ বাক্যে—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে—অমুকদেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ প্রীতিকামঃ ইদং মেষপশুং বরুণদৈবতম্ অর্চিতং শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে। (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)।" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া তৎপরে সমস্ত কার্য্য ছাগপশু বলির ন্যায় হইবে।

**কুষ্মাণ্ডাদি বলি**—কুষ্মাণ্ডাদিতে সিন্দুর দিয়া—"এতস্মৈ বং কুষ্মাণ্ডবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কুষ্মাণ্ডবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ প্রীতিকামঃ ইমং কুষ্মাণ্ডবলিং বনস্পতির্দৈবতং শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ তুভ্যমহং ঘাতায়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)"।

এইরূপে ইক্ষু অর্থাৎ আখ হইলে—"এতস্মৈ বং ইক্ষুদণ্ড বলয়ে নমঃ।" কদলী (কলা) হইলে—"এতস্মৈ বং কদলীফল বলয়ে নমঃ।" বাতাবী হইলে—"এতস্মৈ বং মধুকর্কটি বলয়ে নমঃ।" শশা হইলে—"এতস্মৈ বং এপুষবলয়ে নমঃ।" বেল হইলে—"এতস্মৈ বং বিল্বফল বলয়ে নমঃ।" সুপারী হইলে—"এতস্মৈ বং গুবাক বলয়ে নমঃ।" আদা হইলে—"এতস্মৈ বং আর্দ্রক বলয়ে নমঃ।" প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করিবেন। প্রতি স্থলেই—"এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।"

বলিবেন।

**প্রভৃত বলিদান**—যে সকল স্থলে একাধিক বলি হইবে, সেইসকল স্থানে একজাতীয় পশু দুইটি বা তিনটি একত্রে উৎসর্গ করিবেন। মন্ত্র সমস্ত একবচনান্ত হইবে।

অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ বিসর্জন করিবেন।

**মূলমন্ত্র (একজটা)**—"ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্।"

**মূলমন্ত্র**—(নীলসরস্বতী ও উগ্রতারা) একই মূলমন্ত্র, একই প্রকার।



## হোম প্রকরণ

### (তন্ত্রোক্ত মতে)

এখানে তান্ত্রিক হোমপ্রকরণ দেওয়া হইল। তারা রহস্যোক্ত এবং তারা তন্ত্রোক্ত জপ-হোমাদি পরে দেওয়া হইল।

কুণ্ড অথবা স্থণ্ডিল নির্মাণ করিয়া, যথারীতি বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া তদুপরি একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল, তদুপরি একটি ত্রিকোণ ঊর্দ্ধমুখী অঙ্কনপূর্বক ষট্‌কোণ করিয়া তাহার বাহিরে বৃত্ত, তাহার বাহিরে অষ্টদল অঙ্কন করিয়া, তাহার বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া, হোতা পূর্বাস্যে বসিয়া মস্তকে উষ্ণীব বন্ধনপূর্বক উত্তরাগ্র তিনটি রেখা
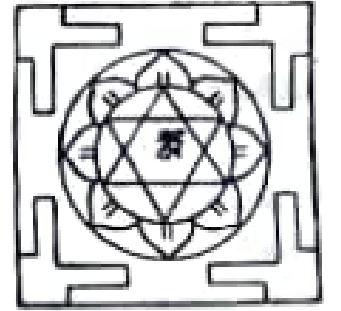
করিবেন। তারপর মূলমন্ত্র—"হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ ওঁ কুণ্ডায় নমঃ" অথবা "ভগবতোকজটা কুণ্ডায় নমঃ।" এইমন্ত্রে স্থণ্ডিলে গন্ধপুষ্প দিয়াপূজাপূর্বক, তৎপরে পূর্বকৃত উত্তরাগ্র ও পূর্বাগ্র তিন তিনটি রেখায় পূজা করিবেন। প্রথমে পূর্বাগ্র রেখাত্রয়ে দক্ষিণাদিক্রমে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ ঈশানায় নমঃ। ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।"

অতঃপর উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দবে নমঃ।" অতঃপর কুণ্ডমধ্যে—"এষ পুষ্পাঞ্জলি হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ নমঃ।" মন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া—"ওঁ" মন্ত্রে হোমের দ্রব্যসকল প্রোক্ষণপূর্বক বহ্নির যোগপীঠের পূজা করিবেন। যথা কর্ণিকোপরি—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। ওঁ কূর্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ। ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্মায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।" (পূর্বাদি দিকচতুষ্টয়ে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অধর্মায় নমঃ। ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। (মধ্যে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" (পূর্বাদি কেশরমধ্যে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ। ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ। ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ। ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ। ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ। ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ। ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ।

ওঁ বং বহ্ন্যাসনায় নমঃ।" অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া বাগীশ্বরীর ধ্যানান্তে পূজা করিবেন। যথা—"বাগীশ্বরী মৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাব সমন্বিতাম্॥" এইরূপে ধ্যানান্তে—"ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।" অতঃপর শুদ্ধাগ্নি গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্র (হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্) উচ্চারণপূর্বক "বৌষট্" মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত ও অবলোকন করিবেন। তৎপরে "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে আবাহনপূর্বক মূলমন্ত্র (হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্) উচ্চারণ পূর্বক—"হূং ফট্" ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রব্যাদাংশ (প্রজ্বলিত অগ্নির কিয়দংশ) পরিত্যাগ করিবেন। তাহার পর "ফট্" মন্ত্রে বহ্নিরক্ষণ "হূং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন এবং "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া দুইহস্ত দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া কুণ্ডোপরি তিনবার পরিভ্রমণপূর্বক জানুদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া বহ্নিকে শিববীজ ও স্থণ্ডিলকে দেবীযোনি চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যস্থলে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ।" এই মন্ত্রে বহ্নিমূর্তির পূজা করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে বং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বারা গন্ধপুষ্প দিয়া বহ্নিচৈতন্য সংযোজন করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চিৎপিঙ্গল হনহন দহদহ পচপচ সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা॥" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া উত্তমরূপে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদা হুতাশনম্। সুবর্ণ বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥ অগ্নে ত্বং শ্রীমদেকজটা তারা নামাসি। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ

সর্বকর্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা॥" এইমন্ত্রে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা অগ্নির পূজা করিবেন। অতঃপর—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নেৰ্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।" এইক্রমে—"ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁ অগ্নে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ।" (তদ্বাহ্যে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ।" (তদ্বাহ্যে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি লোকপালেভ্যো নমঃ।" (তদ্বাহ্যে)—"ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।" অতঃপর প্রদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় দ্বারা নির্মিত (পবিত্র) ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপপূর্বক বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী চিন্তা করতঃ, ঘৃতপাত্রের দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া হোম করিবেন। প্রথমে আজ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে হোম করিবেন। এইক্রমে বামভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া—"ওঁ সোমায় স্বাহা।" মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে হোম করিবেন। অতঃপর মধ্যভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া—"ওঁ অগ্নি সোমাভ্যাং স্বাহা॥" মন্ত্রে অগ্নির ললাটনেত্রে হোম করিবেন। পুনরায় "ওঁ নমঃ" বলিয়া দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—"ওঁ অগ্নে সৃষ্টিকৃতে স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্নির মুখে হোম করিবেন। পুনরায়—"ওঁ নমঃ" বলিয়া দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—"ওঁ অগ্নে সৃষ্টিকৃতে স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্নির মুখে হোম করিবেন। অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

**মহাব্যাহৃতি হোম**—আজ্য দ্বারা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্যায়। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ইদম্ অগ্নি-বায়ু-সূর্যায়॥" পুনরায় আজ্য লইয়া—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা॥" এই মন্ত্রে তিনবার আজ্যাহুতি দিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতা সহিতায়ৈ ওঁ (মূলমন্ত্র)

শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পীঠদেবতাসহ মূল দেবতার পূজাপূর্বক ঘৃতদ্বারা (হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ স্বাহা) মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি দিবেন। অতঃপর আত্মার সহিত অগ্নি ও দেবতার একত্ব চিন্তা করিয়া পুনর্বার (হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্) মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি দিবেন। তৎপরে—"ওঁ মূলমন্ত্র-স্যাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা।" ওঁ আবরণ দেবতাভ্যঃ স্বাহা। এই মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা হোম করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা দেবীর হোম করিবেন।

**সঙ্কল্প**—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকেরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য অমুকস্য) সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক (মূলমন্ত্র) শ্রীভগবত্যেকজটা তারা দেব্যাঃ প্রীতিকামঃ শ্রীমদ্দেকজটাতারা (নীলসরস্বতী, উগ্রতারা বা) পূজাঙ্গীভূত হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ শ্রীমদ্দেকজটা তারায়ৈ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পরিপাঠিতেন সোপকরণাজ্য বিল্বপত্রৈরিয়ৎ সংখ্যাক হোমমহং করিষ্যে। (ইয়ৎ সংখ্যক স্থলে ১০০৮ হইলে অষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক, ১০৮ হইলে অষ্টোত্তর শত সংখ্যক। ২৮ হইলে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া—"হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ শ্রীমদ্দেকজটা তারাদেব্যৈঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে প্রত্যেকটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া এক একটি চিৎহস্তে আহুতি দিবেন।

অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্যায়। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ইদং অগ্নি-বায়ু-সূর্যায়।" মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া—"নমঃ" মন্ত্রে একটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশসমিধ ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্ত্রক আহুতি দিবেন। তৎপরে—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।"

এই মন্ত্রে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক যজ্ঞডুমুর সমিধ, অভাবে আজ্যদ্বারা হোম করিয়া, আজ্য দ্বারা—"ওঁ অক্ষভ্য ঋষয়ে স্বাহা। ওঁ গুরুপংক্তিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ মহাকাল্যৈ স্বাহা। ওঁ রুদ্রাণ্যৈ স্বাহা। ওঁ উমায়ৈ স্বাহা। ওঁ ভীমায়ৈ স্বাহা। ওঁ ঘোরায়ৈ স্বাহা। ওঁ ভ্রামর্যৈ স্বাহা। ওঁ মহারাত্র্যৈ স্বাহা। ওঁ ভৈরব্যৈ স্বাহা। ওঁ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ অস্ত্রাদিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় স্বাহা। ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ইষ্টদেবতায়ৈ স্বাহা। ওঁ কুলদেবতায়ৈ স্বাহা। ওঁ স্থানীয় দেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা। ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ প্রত্যক্ষদেবদেবীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা।" অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবেন।

**পূর্ণাহুতি**—"হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। যথা—এতস্মৈ বং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদক দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতাধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীমদেকজটা তারাদেব্যাঃ পূজাঙ্গীভূত হোমকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

অতঃপর সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীকে স্ব হৃদয়ে আনয়ন করতঃ "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে স্থণ্ডিলের ঈশানকোণে

দুগ্ধাদি দিয়া—"ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জল দিবেন। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন। অচ্ছিদ্রাবধারণ (করযোড়ে পাঠ করিবেন), যথা—"ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীমদেকজটা তারাদেব্যাঃ পূজা কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।"

বৈগুণ্য সমাধান—করযোড়ে—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকেরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীমদেকজটা তারাদেব্যাঃ পূজা, বলিদান, জপ-হোমাদি কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ মহং করিষ্যে।" অতঃপর—"ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ" মন্ত্র দশবার জপ করিবেন।

—ইতি তান্ত্রিক হোমবিধি সমাপ্তম্—

অনন্তর দেবীর স্তোত্র ও কবচাদি পাঠপূর্বক বিসর্জন ক্রিয়া করিয়া দক্ষিণান্ত ও শান্তিবারি গ্রহণ করিবেন।

## তারাষ্টক স্তোত্রম্

মাতর্নীলসরস্বতী প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে,
প্রত্যালীঢ় পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবর লোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে,
খড়্গাঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥১॥

বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদে,
গদ্য-প্রাকৃত পদ্যজাত-রচনা সার্বজ্ঞ্যসিদ্ধিপ্রদে।
নীলেন্দীবর-লোচনত্রয়-যুতে কারুণ্যকরাংনিধে,
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়াসিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্ ॥২॥
খর্বে গর্বসমূহ-পূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে,
ব্যাঘ্রত্বক-পরিবীত-সুন্দরকটিব্যাধৃত-ঘণ্টাঙ্কিতে,
সদ্যঃকৃতগলদ্রজঃ পরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ী মূর্দ্ধজ-
গ্রন্থি-শ্রেণি-নৃমুণ্ডদাম-ললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥৩॥
মায়ানঙ্গবিকাররূপললনা বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকে,
হুং-ফট্‌কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ।
মূর্তিস্তে জননি ত্রিধামঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মা পরা,
বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু ত্বামাশ্রয়ে ॥৪॥
ত্বৎপাদাম্বুজ সেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্য তাং,
তস্য শ্রীপরমেশ্বরী ত্রিনয়ন ব্রহ্মাদি সাম্যাত্মনঃ।
সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতন্ দেবেন্দ্রমুখান্ সুরান্,
মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখো যো মন্দধীঃ সেবতে ॥৫॥
মাতস্ত্বদপদপঙ্কজদ্বয় রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণ-

তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে মম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে,
তত্তুল্যং নিয়তং যথাঽসুভিরমী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্॥৬॥
তন্নাম স্মরণাৎ পলায়নপরাত্ৰষ্টুঞ্চ শক্তা নতে
ভূতপ্রেত পিশাচরাক্ষসগণাঃ যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যাদানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো,
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তবাশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে॥৭॥
লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পারুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং,
স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গণে গজঘন্টাস্তম্ভস্তথা মোহনম্।
মাতস্তৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ,
কান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥৮॥
তারাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ॥৯॥
লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্ ভবেৎ।
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্॥১০॥
কীর্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ।
বিখ্যাতিঞ্চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥১১॥

—ইতি তারাষ্টকং স্তোত্রম্ সমাপ্তম্—

## অথ তারাকবচম্

ঈশ্বর উবাচ।

কোটিতন্ত্রেষু গোপ্যা হি বিদ্যাতিভয়মোচনী।
দিব্যং হি কবচং তস্যাঃ শৃণুষ্ব সর্বকামদম্॥১॥
তারাকবচস্যাক্ষোভ্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো
ভগবতী তারাদেবতা সর্বমন্ত্রসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ॥
প্রণবো মে শিরঃ পাতু ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী।
হ্রীং-কারঃ পাতু ললাটে বীজরূপা মহেশ্বরী॥২॥
স্ত্রীং-কারঃ পাতু বদনে লজ্জারূপা মহেশ্বরী।
হূং-কারঃ পাতু হৃদয়ে তারিণীশক্তিরূপধৃক্॥৩॥
ফট্-কারঃ পাতু সর্বাঙ্গে সর্বসিদ্ধি ফলপ্রদা।
খর্বা মাং পাতু দেবেশি গণ্ডযুগ্মে ভয়াপহা॥৪॥
লম্বোদরী সদা স্কন্দযুগ্মে পাতু মহেশ্বরী।
ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটি পাতু দেবী শিবপ্রিয়া॥৫॥

পীনোন্নতস্তনী পাতু পার্শ্বযুগ্মে মহেশ্বরী।
রক্তবর্তুলনেত্রা চ কটিদেশে সদাবতু॥৬॥
লোলজিহ্বা সদা পাতু নাভৌ মাং ভুবনেশ্বরী।
করালাস্যা সদা পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়া॥৭॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটা পাতু জঙ্ঘায়াং বিঘ্ননাশিনী।
প্রেতখর্পরধরা দেবী জানুচক্রে মহেশ্বরী॥৮॥
নীলবর্ণা সদা পাতু জানুনি সর্বদা মম।
নাগকুণ্ডলধরা দেবী পাতু পাদযুগে ততঃ॥৯॥
নাগহারধরা দেবী সর্বাঙ্গং পাতু সর্বদা।
নাগাঙ্গদধরা দেবী পাতু প্রান্তরদেশতঃ।
চতুর্ভুজা সদা পাতু গমনে শত্রুনাশিনী॥১০॥
খড়্গহস্তা মহাদেবী পাতু মাং বিজয়প্রদা।
নীলাম্বরধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্ননাশিনী॥১১॥
কর্ত্রীহস্তা সদা পাতু বিবাদে শত্রুমধ্যতঃ।
ব্রহ্মরূপধরা দেবী সংগ্রামে পাতু সর্বদা॥১২॥
নাগকঙ্কণধরা দেবী ভোজনে পাতু সর্বদা।
শবকর্ণা মহাদেবী শয়নে পাতু সর্বদা॥১৩॥

বীরাসনধরা দেবী নিদ্রায়াং পাতু সর্বদা।
ধনুর্বাণধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্নসঙ্কুলে॥১৪॥
নাগাঞ্চিতকটি পাতু দেবী মাং সর্বকর্মসু।
ছিন্নমুণ্ডধরা দেবী কাননে পাতু সর্বদা॥১৫॥
চিতামধ্যস্থিতা দেবী মারণে পাতু সর্বদা।
দ্বীপিচর্মধরা দেবী পুত্রদারাধনাদিষু॥১৬॥
অলঙ্কারান্বিতা দেবি পাতু মাং হরবল্লভা।
রক্ষ রক্ষ নদীকুঞ্জে হূং হূং ফট্ সমন্বিতা॥১৭॥
বীজরূপা মহাদেবী পর্বতে পাতু সর্বদা।
মণিধরিবজ্রিনি দেবি মহাপ্রতিসরে তথা॥১৮॥
রক্ষ রক্ষ সদা হূং হূং ওঁ হ্রীং স্বাহা মহেশ্বরী।
পুষ্পকেতুরাজার্হতে কাননে পাতু
মাং সদা॥১৯॥

ওঁ হ্রীং বজ্রপুষ্পে হূং ফট্ প্রান্তরে সর্বকামদা।
ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পাতু পুত্রান্
মহেশ্বরী॥২০॥

…লোকবশ্যো ধনেশ্বরঃ ॥৩৪॥

রণে দ্যূতে বিবাদে চ জয়স্তস্য ভবেৎ সদা।
পুত্র-পৌত্রান্বিতো মর্ত্যো বিলাসী
সর্বযোষিতাম্ ॥৩৫॥

শত্রবো দাসতাং যান্তি সর্বেষাং বল্লভঃ সদা।
গর্বী খর্বো ভবত্যেব বাদী স্খলতি দর্শনাৎ॥৩৬॥
মৃত্যুশ্চ বশতাং যাতি দাসাস্তস্যাবনীভুজঃ।
প্রসঙ্গাৎ কথিতং সর্বং কবচং সর্বকামদম্॥
প্রপঠেন্ বা স্মরন্মর্ত্যঃ শাপানুগ্রহণক্ষমঃ॥৩৭॥
আনন্দবৃন্দসিন্ধূনামধিপঃ কবিরাড়্ভবেৎ।
সর্ববাগীশ্বরো মর্ত্যো লোকবশ্যঃ সদা সুখী॥৩৮॥
গুরোঃ প্রসাদমাসাদ্য বিদ্যাং প্রাপ্য সুগোপিতাম্।
তত্রাপি কবচং দেবি দুর্লভং ভুবনত্রয়ে॥৩৯॥
গুরুর্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন যজেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥৪০॥
মন্ত্রাচারা মহেশানি কথিতাঃ পূর্বতঃ প্রিয়ে।
নাভৌ জ্যোতিস্তথা বক্ত্রং হৃদয়োপরি
চিন্তয়েৎ॥৪১॥

ঐশ্বর্য্যং সুকবিত্বঞ্চ মহাবাগীশ্বরো নরঃ।
নিত্যং তস্য মহেশানি মহিলাসঙ্গমে
করেৎ॥৪২॥

পশ্বাচারোরতো মর্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
শক্তিযুক্তো ভবেন্মর্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি
নান্যথা॥৪৩॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যে দেবাঃ সুরসত্তমাঃ।
তং দৃষ্ট্বা সাধকং দেবি লজ্জাযুক্তা
ভবন্তি তে॥৪৪॥

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সিদ্ধিদায়কাঃ।
প্রশংসন্তি সদা দেবি তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্॥৪৫॥
বিঘ্নাত্মকাশ্চ যে দেবাঃ স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে।
প্রশংসন্তি সদা সর্বে তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্॥৪৬॥
ইতি তে কথিতং দেবি ময়া সম্যক্ প্রকীর্তিতম্।
ভুক্তিমুক্তিকরং সাক্ষাৎ
কল্পবৃক্ষস্বরূপকম্॥৪৭॥
আসাদাদ্য গুরুং প্রসাদ্য

য ইদং কল্পদ্রুমালম্বনং,
মোহেনাপি মদেন বাপি রহিতো জাড্যের্ন মুহ্যত্যসৌ।
সিদ্ধোঽসৌ ভুবি সর্বদুঃখবিপদাং পারং প্রয়াতান্তকো,
মিত্রং তস্য নৃপাশ্চ দেবি বিপদো পশ্যন্তি
তস্যাস্তু চ॥৪৮॥

তদগাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রানি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি বৈভুবি।
মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্তি সুখদানি চ॥৪৯॥
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্বাণীবক্ত্রে বসেদ্ধ্রুবম্।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতে নরঃ।
অল্পায়ুর্নিধনো মুর্খো ভবত্যেব ন সংশয়॥৫০॥
লিখিত্বা ধারয়েদ্যস্তু কণ্ঠে বা মস্তকে ভুজে।
তস্য সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদ্যন্মসি বর্ততে॥৫১॥
গোরোচনা কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা।
যাবকৈর্বা মহেশানি লিখেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ॥৫২॥
অষ্টম্যাং মঙ্গলেদিনে চতুর্দশ্যামথাপি বা।
সন্ধ্যায়াং দেবদেবেশি লিখেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ॥৫৩॥
মঘায়াং শ্রবণয়াং বা রেবত্যাং বা বিশেষতঃ।

সিংহরাশৌ গতে চন্দ্রে কর্কটস্থে দিবাকরে।
মীনরাশৌ গুরৌ যাতে বৃশ্চিকস্থে শনৈশ্চরে।
লিখিত্বা ধারয়েদ্যন্ত্র উত্তরাভিমুখো ভবন্॥৫৪॥
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি শূন্যাগারে বিশেষতঃ।
নিশায়াং যো লিখেদ্যন্ত্রং (লিখেদমন্ত্রং) তস্য সিদ্ধিরচঞ্চলা॥৫৫॥
ভূর্জপত্রে লিখেন্মন্ত্রং গুরুণা চ মহেশ্বরি।
ধ্যানধারণ যোগেন ধারয়েদ্যন্ত্র ভক্তিতঃ॥
অচিরাতস্য সিদ্ধিঃ স্যান্নত্র কার্য্যা বিচারণা॥৫৬॥

—ইতি রুদ্রযামলে উগ্রতারাকবচং সমাপ্তম্—

## তারা-রহস্যোক্ত ও তারা-তন্ত্রোক্ত হোম প্রকরণ

হোতা পূর্বাস্যে উপবেশনপূর্বক চারিহস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ স্থণ্ডিল নির্মাণপূর্বক কীট, কেশ, তুষাঙ্গারাদি বর্জিত বালুকা পরিব্যাপ্ত করিয়া স্থণ্ডিলে নিম্নলিখিত মন্ত্র অঙ্কন করিবেন।

প্রমাণ ; যথা—

প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো রেখা বিলেখয়েৎ।

তন্মধ্যে চ চতুকোষ্ঠং লেপং কর্মান্বিধানতঃ॥
ত্রিকোণমাদৌ লিখাথ মধ্যে ব্রীড়াসমন্বিতম্।
বৃত্তাকারং ততশ্চ ষট্‌কোণং কোণবক্ত্র চতুষ্টয়ম্॥
গজকুম্ভং বাহ্যকোণে দ্বারে যোনিদ্বয়ং দ্বয়ম্।
অষ্টযোনিযুতং চক্রং বারণকুম্ভ চতুষ্টয়ম্॥

নিম্নে স্থণ্ডিলের চিত্র দেওয়া হইল। স্থণ্ডিলের এইরূপ চিত্রাঙ্কন করে হোমক্রিয়া করিবেন। দেবীকে ধ্যান করুন। এবার নিম্নের চিত্রে যেমন দেখানো হইয়াছে, সেইরূপ চিত্রানুযায়ী অগ্নিকোণে শ্রীবিষ্ণুর, ঈশানে ত্রিশূলধারীর, বায়ুকোণে ব্রহ্মা, নৈর্ঋতে ইন্দ্রের। পূর্ব উভয়কোণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উত্তরের উভয়কোণে কৃষ্ণা ও শচীর। পশ্চিমে গঙ্গা ও ছায়ার, দক্ষিণে দুর্গা ও ত্রিপুটার পূজা করিবেন গন্ধপুষ্প
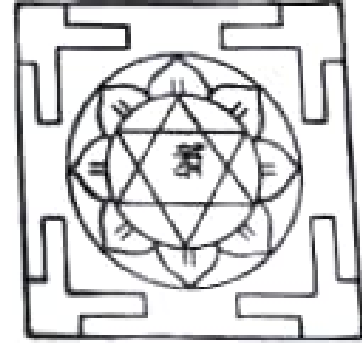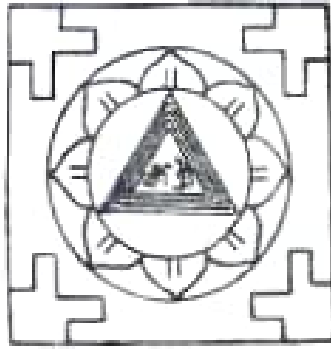
দ্বারা। তারপর পূর্ব রেখাতে মুকুন্দ, মহেশ ও ইন্দ্রের পূজা করিবেন। উত্তরাগ্র রেখাতে ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও শশধর। তৎপরে ষটকোণে দুর্গা, কাঞ্চী, কালী, ত্রিপুরাভৈরবী, অসিতা ও মোক্ষদাত্রী তারিণীর সাধ্যানুসারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর—"ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীতারায়ৈ নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে স্থণ্ডিল অবলোকন করিবেন।

"ফট্" মন্ত্রে কুশত্রিপত্র দ্বারা স্থণ্ডিলে জলের ছিটা দিবেন অর্থাৎ স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ করিবেন। তৎপরে পূর্বাগ্র তিনটি ও উত্তরাগ্র তিনটি রেখা করিবেন।

"হ্রীং" মন্ত্রে কুশদ্বারা স্থণ্ডিল মার্জন করিবেন।

"হুং" মন্ত্রে স্থণ্ডিল কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন।

"ফট্" মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উপর তিনটি তালি দিয়া স্থণ্ডিল রক্ষা করিবেন।

অতঃপর—"এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীতারাদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে স্থণ্ডিলমধ্যে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, পুনরায় "ওঁ" মন্ত্রে স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ করিবেন।

অতঃপর কুণ্ডমধ্যে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।"

এবার উত্তরাগ্র সমান্তরাল রেখায়—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দবে নমঃ।"

অতঃপর স্থণ্ডিলমধ্যে পূজা করিয়া "ওঁ" মন্ত্রে কুশবারি দ্বারা স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ করিয়া পুনরায় গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সিতায়ৈ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্ফুলিঙ্গিনৌ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ।"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিনৌ নমঃ।"

অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—

**ধ্যান**—"ওঁ বাগীশ্বরী মৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাব সমন্বিতাম্॥"

"ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বর্যৈ নমঃ।"

"ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বরায় নমঃ॥" তৎপরে অগ্নি আনয়ন করিবেন।

**অগ্নি আনয়ন**—"ওঁ হূং তারাদেব্যৈ নমঃ।" এই মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণহস্তে কুশ বা

তৃণগুচ্ছ লইয়া সম্মুখস্থ প্রদীপের অগ্নিতে জ্বালাইয়া বামহস্তে ধারণ করিবেন।

পুনরায় দক্ষিণহস্তে কুশ বা তৃণগুচ্ছ লইয়া বামহস্তের অগ্নি হইতে জ্বালাইয়া বামহস্তের অগ্নি স্থণ্ডিলের বামপার্শ্বে ফেলিয়া দিবেন।

অতঃপর দক্ষিণহস্তের অগ্নি বামহস্তে ধরিয়া পুনরায় দক্ষিণহস্তে কুশ বা তৃণগুচ্ছ লইয়া বামহস্তের অগ্নি হইতে জ্বালাইবেন। বামহস্তের অগ্নি স্থণ্ডিলের পিছনদিকে ফেলিয়া দিবেন।

পুনরায় দক্ষিণহস্তের অগ্নি বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কুশ বা তৃণগুচ্ছ লইয়া বামহস্তের অগ্নি হইতে জ্বালাইবেন এবং বামহস্তের তৃতীয় অগ্নি স্থণ্ডিলের দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবেন।

অতঃপর দক্ষিণহস্তের গৃহীত অগ্নিকে অবলোকন করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ নমঃ তারাদেব্যৈ বৌষট্ ঐং। তৎপরে "ফট্" মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন, "ফট্" মন্ত্রে কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। তৎপরে "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করহিয়া "রং" মন্ত্রে উহার কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া "হুং ফট ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা।" মন্ত্র পাঠ করিয়া নৈর্ঋতকোণে রাক্ষসদিগের জন্য পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর অগ্নিস্থাপন করিবেন।

**অগ্নিস্থাপন**—ভূমিতে দক্ষিণজানু সংলগ্ন করিয়া উভয়হস্তে অগ্নি ধারণ করিয়া "ওঁ" মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উপর তিনবার ঘুরাইয়া সেই অগ্নি বিপরীত দিক হইতে নিজের দিকে আনিবেন। তৎপরে স্থণ্ডিলকে ব্রহ্মযোনি চিন্তা করিয়া হস্তস্থিত অগ্নিকে ব্রহ্মবীজ বা পরম শিবের বীর্য্য ভাবিয়া স্থণ্ডিলমধ্যে স্থাপন করিবেন। অতঃপর অগ্নিকে আবাহনাদি করিয়া স্থণ্ডিলমধ্যে স্থাপন করিবেন। অতঃপর অগ্নিকে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ,

ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" এইরূপে আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

পূজা—"ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ।"
"ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ।"
"ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা।"

অতঃপর মালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া উত্তমরূপে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং।
সুবর্ণ বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥"

"ওঁ অগ্নে ত্বং ওঁ হুং তারাদেবী নামাসি। ওঁ তারাদেবী নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুদ্ধ্যভব, ইহসম্মুখী ভব, ইহসম্মুখী ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" অতঃপর অগ্নিপূজা করিবেন।

অগ্নিপূজা—"ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বৈশ্বানর জাতবেদ ইহৈবাহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মানি সাধয় সাধয় স্বাহা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে তারাদেবী নামাগ্নয়ে নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নের্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চিষে হৃদয়াদাগ্নি ষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদাষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি লোকপালেভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বজ্রাদাস্ত্রেভ্যোঃ নমঃ।"

অতঃপর তক্ষ স্রুব বা কুশী অধোমুখী করিয়া অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া বামহস্তে ধারণপূর্বক কুশদ্বারা অগ্র, মধ্য ও মূলদেশ মার্জনা করিয়া কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন।

পুনরায় প্রতপ্ত করিয়া উপরোক্তভাবে অগ্র, মধ্য ও মূলদেশ মার্জনা করিয়া মার্জিত কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর আপন দক্ষিণভাগে কুশের উপর কুশিটি রাখিবেন। পরে আজ্যস্থালী অর্থাৎ ঘৃতপাত্র দক্ষিণে কুশোপরি স্থাপন করিয়া "ফট্" মন্ত্রে উহাতে কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া তাহাতে ঘৃত ঢালিবেন। অতঃপর—"ওঁ হুং তারাদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্র পাঠপূর্বক ঘৃত দর্শন করিবেন। "ফট্" মন্ত্রে কুশদ্বারা ঘৃতপাত্র স্পর্শ "হুং" মন্ত্রে উহাতে কুশোদক দিবেন। পরে "ফট্" মন্ত্রে সম্মুখভাগে উর্দ্ধোধঃ তিনবার করতালি দিয়া রক্ষণ করিবেন। তৎপরে "বং" মন্ত্রে ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ঘৃত অগ্নিতে ভালভাবে প্রতপ্ত করিয়া পুনরায় কুশোপরি রাখিবেন।

তৎপরে দুইগাছা কুশ অগ্নিতে জ্বালাইয়া ঘৃতপাত্রের উপর ঘুরাইয়া পুনরায় অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবেন। অতঃপর ঘৃত ভাগ করিবেন।

**ঘৃতভাগ**—দুইটি প্রাদেশপ্রমাণ, অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে অনামিকা পর্যন্ত কুশ ঘৃতের উপর স্থাপন করিবেন, যাহাতে ঘৃত তিনভাগে বিভক্ত হয়। বামভাগের ঘৃত ইড়া, মধ্যভাগ সুষুম্না এবং দক্ষিণভাগ ঘৃত পিঙ্গলারূপ চিন্তা করিয়া হোম করিবেন। যথা—দক্ষিণ ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া কুণ্ডের যেস্থানে অল্প অগ্নি জ্বলিবে, সেইস্থানে অর্থাৎ অগ্নির দক্ষিণনেত্রে আহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।"

এইবার ঘৃতের বামভাগ অর্থাৎ পিঙ্গলা হইতে ঘৃত লইয়া অগ্নির বামনেত্রে অর্থাৎ কুণ্ডের বামদিকে আহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ সোমায় স্বাহা।"

অতঃপর মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।" মন্ত্রে যেখানে অগ্নি বেশী জ্বলিতেছে, অর্থাৎ অগ্নির মুখে আহুতি দিবেন। এবার মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।" অতঃপর নিম্নমন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।" তিনবার আহুতি দিবেন।

অতঃপর—"ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানাদি সংস্কারং সম্পাদয়তি স্বাহা।" মন্ত্রে একবার ঘৃতাহুতি দিবেন।

অতঃপর শ্রীশ্রী তারাদেবী ও অগ্নি একত্ব চিন্তা করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক একাদশবার আহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ হ্রূং তারায়ৈ স্বাহা॥"

অতঃপর ২৫টি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া অথবা শুধু ঘৃতদ্বারা নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্বক পঞ্চবিংশতি অর্থাৎ ২৫টি আহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"পীঠাদি সহিত ওঁ হ্রূং তারায়ৈ স্বাহা।"

অতঃপর বিল্বপত্র সমিধ ঘৃতাক্ত করিয়া দেবীর হোম করিবেন। প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতৈতৎ তারাদেব্যৈ পূজাঙ্গভূত ওঁ ঐং সর্বদেবদেবী স্বরূপায় ভগবতে ওঁ হ্রূং স্বাহা ইতি মন্ত্র করণকাষ্ঠোত্তর শত সংখ্যক (১০০৮ হইলে—অষ্টোত্তর সহস্রসংখ্যক) সাজ্য বিল্বপত্র হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।"

এইভাবে সঙ্কল্প করিয়া মৃগমুদ্রায় উপুড় করিয়া সঘৃত বিল্বপত্র আহুতি দিবেন।

মন্ত্র—"ওঁ হুং স্বাহা।"

এইভাবে সঙ্কল্পসংখ্যক সাজা বিল্বপত্র আহুতি দিয়া—

"(মূলমন্ত্র) হুং শ্রীমদেকজটা তারা দেবতায়ৈ স্বাহা।" মন্ত্রে একটি সাজা বিল্বপত্র আহুতি দিবেন। তৎপরে—

"ওঁ হুং তারাদেব্যৈ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে একটি আহুতি দিবেন। তৎপরে—

"ওঁ হুং তারাদেব্যৈ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা।"

অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—ঘৃতপাত্রে তাম্বুল, সুপারী, কদলী, হরীতকী, পুষ্প, বস্ত্রাদি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক পূর্ণাহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ হুং ইতঃপূর্বম্ প্রাণ-বুদ্ধি দেহ ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তাবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যৎস্মৃতং যদুক্তং তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং ওঁ হুং তারাদেব্যাস্য চরণপঙ্কজে সমর্পয়ে। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

সংহারমুদ্রা

অতঃপর অগ্নি হইতে তারাদেবীকে পৃথক করিয়া স্বহৃদয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সংহারমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দেবতা নিজ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া করযোড়ে "ক্ষমস্ব" বলিয়া অগ্নির ভাবনা করিবেন।

"অগ্নে ত্বং চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছ।" মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ, দধি বা জল নিক্ষেপ করিয়া

মন্ত্র বলিবেন। যথা—"ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" পরে ঐ স্থান হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া ললাটে তিলক দিবেন।

মন্ত্র—"ওঁ যং যং স্পৃশসি হস্তেন যং চ পশ্যামি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যা তু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥"

অপর ব্যক্তিকে তিলকদানের মন্ত্র—
"যং যং স্পৃশসি হস্তেন যস্তুং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যা তু রাজানো দুষ্টদসা বঃ॥"

স্ত্রীলোকদিগের তিলকদানের মন্ত্র—
"যং যং স্পৃশসি পাদেন যং চ পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যা তু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥"

অতঃপর পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবেন।

**পূর্ণপাত্র উৎসর্গ**—"এতস্মৈ বং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে, তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গ করিবেন। যথা—"শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতৈতৎ তারাপূজাঙ্গভূত হোমকর্মণঃ

সাঙ্গতার্থং ব্রহ্মদক্ষিণামিদং পূর্বপাত্রানুকল্পভোজ্যং ব্রাহ্মণেভ্যঽহং সম্প্রদদে ইতি।"

অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও জপবিসর্জন করিবেন।

## প্রণাম মন্ত্র

"ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ওঁ শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

## জপ সমর্পণ

যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ সমাপন করিয়া মস্তকে অষ্টাবিংশতি (২৮) বার "ঐং" মন্ত্র জপ করিবেন। অতঃপর দক্ষিণহস্তে জল লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরী॥

মন্ত্র পাঠান্তে দেবীর অধোবামহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। তারামন্ত্রে দীক্ষিত সাধকগণের জন্য এখানে হোমাদি ক্রিয়াবিধি দেওয়া হইল। ইহা সাধারণ পূজকগণের জন্য নহে। সাধারণ পূজক ব্রাহ্মণগণের জন্য এর আগে হোমবিধি ছাগপশু প্রভৃতি বলিদানবিধি দেওয়া হইয়াছে।

## বিসর্জন ক্রিয়া

ঘটস্থাপন করিয়া অথবা প্রতিমা আনয়নপূর্বক যেখানে পূজা করা হয়, সেইসকল স্থানে বিসর্জন ক্রিয়া করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠিতা দেবীস্থলে ইহা প্রযোজ্য নহে।

প্রয়োগ—পূজক আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন প্রভৃতি কর্মগুলি সমাপন করিয়া, গণেশাদি পঞ্চদেবতার গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক দেবীর যথাবিহিত দশোপচারে পূজাপূর্বক স্তবাদি পাঠ করিয়া আরাত্রিক সমাপ্ত করিবেন। অতঃপর আবরণদেবতাগণকে দেবীর অঙ্গে লীন হইয়াছে চিন্তা করিয়া ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া, সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্মাল্য গ্রহণপূর্বক উক্ত ত্রিকোণমণ্ডলে স্থাপনপূর্বক—"ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর সামান্যার্ঘ্যের জলগ্রহণ করিয়া—"ওঁ ইতঃপূর্বপ্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু কর্মণা, বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যৎস্মৃতং যদুক্তং তদ্ব্রহ্মার্পণং ভবতু সকলং মম শ্রীশ্রীতারাদেব্যৈ সমর্পিতম্।" মন্ত্রে আত্মসমর্পণপূর্বক—"ওঁ শ্রীশ্রীতারাদেবী ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে বিসর্জন করিয়া, দেবীর তেজ পুষ্পের সঙ্গে নিম্নমন্ত্রে স্বহৃদয়ে আরোপ করিবেন। যথা—

"ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্॥
ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
পূজারাধনকালে চ পুনরাগমনায় চ॥
ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
যজমানহিতার্থায় পুনরাগমনায় চ॥"

অতঃপর কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য "ওঁ উচ্ছিষ্টচণ্ডালিন্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে ঈশানকোণে দিয়া কিঞ্চিৎ শেষ গ্রহণ করিয়া পাদোদক পানপূর্বক স্বমস্তকে নির্মাল্যার্পণ করিবেন। অতঃপর মূলমন্ত্রের দ্বারা অষ্টোত্তরশত (১০৮) সংখ্যক অভিমন্ত্রিত সচন্দনপুষ্পকে মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রিলোককে বশে আনয়ন করিবেন। অতঃপর ঘট কিঞ্চিৎ চালনা করিয়া ও প্রতিমা চালনা করিয়া সূতা ছিঁড়িয়া দিবেন। তারপর বাটাহরিদ্রা জলে গুলিয়া তদুপরি দর্পণ স্থাপনপূর্বক দেবীর চরণপদ্ম দর্শন করিবেন। তৎপরে শান্তিবারি প্রদান করিবেন।

## তন্ত্রোক্ত শান্তিকার্য

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।

ওঁ অশ্বত্থলোহিতাঙ্গিরাভগবান যমো বৈ নৈর্ঋতিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথাশিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ পান্তুতে সদা॥
ওঁ কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জাবপুঃ শান্তি স্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ।
ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥
ওঁ ঋষয়োমুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥
অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
দেবদানবগন্ধর্বাঃ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥
এতেস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে।
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥

## দক্ষিণান্ত বিধি

তারা-রহস্যোক্ত বা তারা-তন্ত্রোক্ত অথবা সাধারণ পূজাবিধি অনুসারে যে কোন নিয়মেই পূজা হউক না কেন, হোমকর্ম সমাপ্তির পর দক্ষিণান্ত করা বিধেয়। এক্ষণে দক্ষিণান্ত কর্মের বিধি দেওয়া হইল। এই কর্ম হোমের শেষে করিবেন।

**মূলদক্ষিণা**—দক্ষিণাদ্রব্য একটি পাত্রে রাখিয়া—"এতস্মৈ বং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত-খণ্ডায় বা) নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায় বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ (মূলমন্ত্র) শ্রীশ্রীতারাদেব্যৈ নমঃ।" এইরূপে অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গ-বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক শ্রীশ্রীতারাদেব্যাঃ (শ্রীমদেকজটা, নীলসরস্বতী বা উগ্রতারা) প্রীতিকামঃ শ্রীমদেকজটা নীলসরস্বতী বা উগ্রতারা) দেব্যাঃ পূজাদি কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীশ্রীতারাদেবতায়ৈ (যথাযথ নাম) তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।"

**ব্রাহ্মণাদির দক্ষিণা**—পূর্ববৎ দক্ষিণাদ্রব্যাদি একটি পাত্রে স্থাপনপূর্বক যথাবিধি কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গবাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ

শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসঃ বা) সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বক শ্রীশ্রীতারা (শ্রীমদেকজটা, নীলসরস্বতী, উগ্রতারা) দেব্যাঃ প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীতারা (শ্রীমদেকজটা, নীলসরস্বতী, উগ্রতারা) দেব্যাঃ পূজা, জপ-বলিদান-হোমাদি কর্ম সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং, হরীতকী ফলং বা যদ্দেয়ং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে পূজক ব্রাহ্মণায় (তন্ত্রধারক স্থলে—তন্ত্রধারক ব্রাহ্মণায়) তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—দদানি)।" এইরূপে দক্ষিণান্ত করিবেন।

## সুরাশোধন মন্ত্র

যে সকলস্থলে দেবীকে কারণ দেবার ব্যবস্থা হয়, সেইসকল স্থলে কারণ শোধন না করিয়া উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ। সেজন্য এখানে কারণ শোধনের সংক্ষিপ্ত বিধি দেওয়া হইল। সুরার পাত্রে সিন্দুরাদি দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে সুধাদেব্যৈ নমঃ। এষ গন্ধঃ সুধাদেব্যৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ সুধাদেব্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ সুধাদেব্যৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ (অক্ষত) ওঁ সুধাদেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক সুরার উপর দশবার জপ করিবেন, যথা—"ওঁ বাং বীং বূং বৈং বৌং বঃ ব্রহ্মশাপ বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।" তারপর নিম্ন মন্ত্রটি সুরার উপর দশবার জপ করিবেন। যথা—"ওঁ শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ শুক্রশাপ বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।" তারপর দশবার নিম্ন মন্ত্রটি জপ করিবেন। যথা—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ কৃষ্ণশাপ বিমোচয়ামৃতং স্রাবয় স্বাহা॥" অতঃপর

সিদ্ধি, সিন্দুর, তিল, হরিতকী, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগুঁড়ি, সর্বৌষধি, মহৌষধি, পৈতা, শ্বেতসরিষা, মাষকলাই, মধু, আসনাঙ্গুরীয়, মধুপর্কের কাংস্য বাটি ৩, চাঁদমালা, সিন্দুর চুবড়ী, শাঁখা, লোহা, তরল আলতা ১শি, সিন্দুর কৌটা ১, গোটাসুপারী, তীরকাঠি, তেকাঠা, দর্পণ, ধূপ, ধুনা,গুগ্‌গুল, প্রদীপ, কাঁচাদুধ, দধি, গব্যঘৃত, গোময় গোচনা, লালসুতা, বড় আলতা পাতা, কুশ, থালা, বাটি, গেলাস, বিষ্ণুর জোড় ১, শাড়ী ১, ধুতি ১, গামছা ২, নৈবেদ্য, কুচানৈবেদ্য, ফল উপকরণ, মিষ্টান্ন, বাতাসা, মুড়কী, ছানা, মাখন, ক্ষীর, মিছরী, গোটাপান, প্রধান ঘট ১, দ্বারঘট ২, মাটির সরা, প্রদীপ, পিলসুজ, রচনাহাঁড়ি ১, কলাগাছ ২, পঞ্চপল্লব ১, শিশডাব ৩, আম্রপল্লব ৩, ফুল, তুলসী, দূর্বা, বিল্বপত্র, পুষ্পমাল্য, জবার মালা, বিল্বপত্রমাল্য, কলাপাতা, ডাব ১, নারিকেল ১।

**বলির দ্রব্য**—ছাগ, ছাঁচিকুমড়া, কদলী, ইক্ষু (আখ), বাতাবী, শসা, আদা, সৈন্ধব লবণ, প্রয়োজনে দগ্ধমৎস্য, আসব (মদ্য), দধি, পিন্যাক (পেঁয়াজ), আদা কুচানো, ছোলা ভিজানো, হরিদ্রাগুঁড়ি, ভোজ্য ১, শস্যাদ্রব্য ১ প্রঃ।

**হোমের দ্রব্য**—হোমকুণ্ড বা ইট, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, প্যাকাঠি, গব্যঘৃত, হোমের বস্ত্রখণ্ড, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা, দক্ষিণা।

**বিঃ দ্রঃ**—প্রয়োজনবোধে প্রতিমা বা ঘট অথবা প্রতিষ্ঠিতা দেবীর পূজায় পূজকগণ প্রয়োজন বোধে বিধিবৎ ফর্দ করিবেন।

সমাপ্তম্

১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১